CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 June 2019 ■ আগরতলা, ১৫ জুন, ২০১৯ ইং ■ ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## প্রত্যাশা মতো অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম থাকায় আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর হতে চলেছে রাজ্য সরকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ১৪ জুন।।** প্রত্যাশা অনুযায়ী অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম থাকায় আর্থিক শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনায় কঠোর হতে চলেছে রাজ্য সরকার। কারণ, কোষাগারের যা অবস্থা তাতে রাজ্য পরিচালনায় হিমসিম খেতে হবে। এর পেছনে যুক্তি, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের মেয়াদের অন্তিম বছরে প্রত্যাশা অনুযায়ী অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুবই কম। তাছাড়া, সপ্তম বেতন কমিশনে অতিরিক্ত টাকা এবছর পুরোটাই বহন করতে হবে রাজ্যের কোষাগার থেকে। গত বছরের মতো কেন্দ্রীয় সহায়তার প্রাপ্তির সুযোগ নেই বললেই চলে। তবে, প্রতিকূলতা কাটানোর রোডম্যাপও তৈরি হয়ে গিয়েছে বলে দাবি সূত্রের।

আগামী ২১ জুন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন প্রাক্ বাজেট বৈঠকের ডাক দিয়েছেন। সমস্ত রাজ্যের অর্থমন্ত্রিদের সাথে তিনি বৈঠক করবেন। ওই বৈঠকে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা যোগ দেবেন। বৈঠকে রাজ্যগুলি প্রয়োজনীয়তার খতিয়ান তুলে ধরবেন। সূত্রের খবর, রাজ্যের জন্য অতিরিক্ত সহায়তা বাজেটে বরাদ্দের আবেদন জানাবেন অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা।

প্রসঙ্গত, চতুর্দশ অর্থ কমিশন থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, প্রতিবার অর্থ কমিশনের মেয়াদের অন্তিম বছরে প্রত্যাশা অনুযায়ী অর্থ প্রাপ্তি হয় না। কারণ, পাঁচ বছর আগের অনুমান অন্তিম বছরে প্রয়োজন থেকে সব সময় অনেক কম হয়। তাই, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের মেয়াদের অন্তিম বছরে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশার থেকে অনেক কম প্রাপ্তি হবে বলে অনুমান করছেন প্রশাসনিক শীর্ষ আধিকারিকরা। সূত্রের দাবি, অন্তত ১২০০ কোটি এবছর কম মিলবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

অবশ্য, অর্থ কমিশন থেকে কম প্রাপ্তির পেছনেও কারণ রয়েছে। সূত্রের কথায়, জিএসটি বাবদ কর আদায় কম হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, কেন্দ্রীয় শেয়ার থেকে জিএসটি খাতে যে অর্থ প্রাপ্তি হওয়ার কথা ছিল, তাতে টান পড়েছে। ফলে, অর্থ কমিশনও কম দেবে। তাছাড়াও, আরো কিছু বিষয়ে প্রত্যাশা অনুযায়ী কেন্দ্রের কোষাগারে জমা পড়েনি। ফলে, রাজ্যগুলিও প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক বলেই মনে করা হচ্ছে।

এবছর, অন্যতম চিন্তার সপ্তম বেতন কমিশন বাবদ অতিরিক্ত অর্থের বন্দোবস্ত করা। কারণ, গত বছর সপ্তম বেতন কমিশনের অতিরিক্ত টাকা বহন করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সহায়তা মিলেছে। এবছরও সেই অতিরিক্ত অর্থ বহন করতে হবে। কারণ, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে সপ্তম বেতন কমিশনের অতিরিক্ত অর্থ মিলবে।

তবে, সমস্ত প্রতিকূলতার রোডম্যাপও তৈরি হয়ে গিয়েছে বলে দাবি সূত্রের। ব্যয় সংকোচন নীতি পর্যালোচনার জন্য রাজ্য সরকার কমিটি গঠন করতে চলেছে বলে সূত্র অনুসারে জানা গিয়েছে। সূত্রের কথায়, ওই কমিটি রাজ্য এবং সরকার পরিচালনায় ব্যয় সংকোচের বিভিন্ন দিক খুঁজে বের করবে। তাছাড়া, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে প্রয়োজন নেই এমন পদ বাতিল করারও চিন্তাভাবনা চলছে। তাছাড়া, কর্মসংস্থানে আউটসোর্সিংয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলেও সূত্রের খবর।

এদিকে, বিভিন্ন দপ্তরের অব্যয়িত অর্থ সুদের বিনিময়ে বিভিন্ন খাতে খরচ করার পরিকল্পনায় ইনফ্রাসট্রাকচার এন্ড ইভেস্ট ফান্ড বোর্ড গঠন করা হয়েছে। মহাকরণ সূত্রে দাবি, রাজ্য পরিচালনায় আর্থিক প্রতিকূলতায় কোনভাবেই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। সূত্রের দাবি, ৫টি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। তাতে, ৫ থেকে ৬ হাজার কোটি টাকা মিলবে বলে নিশ্চিত রাজ্য সরকার। ফলে, অর্থ প্রাপ্তি প্রত্যাশা মতো না হলেও রাজ্য পরিচালনায় কোন সমস্যা হবে না বলে মনে করছেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা।

## সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ করুক পাকিস্তান, এসসিও শীর্ষ বৈঠকে বার্তা মোদীর

বিশকেক, ৩ জুন।। কথা বলার আগে সন্ত্রাসে মদত দেওয়া বন্ধ করুক পাকিস্তান। চিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে এমন বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সন্ত্রাস আর আলোচনা একইসঙ্গে চলতে পারে না। বিশকেকে এসসিও সম্মেলনে গিয়ে জিংপিং-কে তাই পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বার্তা দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, সাংহাই কো অপারেশন অর্গানাইজেশনের শীর্ষ বৈঠকের ফাঁকে দেখা হয় দুই প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্রনেতার। বিদেশ সচিব জানিয়েছেন, মোদী চিনের প্রেসিডেন্টকে বলেন, "সন্ত্রাসমুক্ত এক পরিমণ্ডল তৈরি করা প্রয়োজন পাকিস্তানের। কিন্তু এই মুহূর্তে তেমন কিছু ঘটতে দেখছি না। আমরা আশাবাদী ইসলামাবাদ কড়া ব্যবস্থা নেবে।" চিন পাকিস্তানের কৌশলী সঙ্গী। তারা সেদেশের পরিকাঠামোগত প্রজেক্টে বিনিয়োগ করে। জিনপিং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গেও দেখা করতে পারেন। ইমরানও ওই শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে সেদেশে গিয়েছেন।

এই বৈঠকের আগেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও বিদেশ মন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি ভারতের সঙ্গে কথোপকথনের জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন। ইমরান খান মোদীকে লেখেন, তিনি সব ব্যাপারে কথা বলতে ইচ্ছুক। এমনকী কাশ্মীর নিয়েও। এই শীর্ষ বৈঠকে ইমরান খানের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর কোনও দ্বিপাক্ষিক সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই। ফলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে এই প্রথম ইমরান মুখোমুখি হতেন মোদীর। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জঙ্গি হানায় ৪০ জন সেনার মৃত্যু হলে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে চাপ বাড়িয়েছে ভারত।মাসুদ আজহারকে জঙ্গি ঘোষণায় রাষ্ট্রসংঘে চিন বাধা না দেওয়ায় ভারত নৈতিক জয় পেয়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পরে বেজিংও এ ব্যাপারে আর কোনও বাধা না দেওয়ার কথা জানিয়েছে।অন্যদিকে, মোদীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে জিংপিং জানিয়ে দিয়েছেন, এই বছরের শেষ দিকেই ভারতে আসবেন তিনি। গত বছর ওয়াহানে দেখা হয়েছিল দুজনের। ওই বৈঠক সফল হয়েছিল। তখনই মোদী তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ভারতে আসার জন্য। সম্প্রতি জিংপিং জানিয়েছেন এই বছরের শেষ দিকেই ভারতে আসবেন তিনি।

## বাংলার হাওয়া ত্রিপুরায়ও

কলকাতায় চিকিৎসক নিগ্রহের প্রতিবাদে আগরতলায় মিছিল। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

## নীতি আয়োগের বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাদা ভাবে দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ১৪ জুন।।** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের পঞ্চম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ওই বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রির সাথে আলাদাভাবে দেখা করবেন তিনি।

আজ দিল্লি রওয়ানা হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যসচিব সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের সাথে নীতি আয়োগের বৈঠকে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি তুলে ধরার জন্য আলোচনা করেছেন। সূত্রের খবর, নীতি আয়োগের বৈঠকে বন্যা, সম্ভাবনাময় জেলা ধলাই এর বিকাশের জন্য রুপরেখা তৈরি করা, সম্ভাবনাময় ১২ টি ব্লকের (রাজ্য দ্বারা গৃহীত) বিকাশের রোড ম্যাপ, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সহিত জড়িত রাজ্যের প্রধান দাবিসমূহ, এপিসিএমসি এক্ট সমেত রাজ্যের বিকাশের সহিত জড়িত সড়ক পরিবহন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে ডেকে পাঠালেন রাজ্যপাল

**কলকাতা,১৪ জুন।।** রাজ্যের স্বাস্থ্যের অচলাবস্থা মেটাতে উদ্যোগী হলেন রাজ্যপাল। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে শুক্রবার রাতেই ডেকে পাঠালেন রাজ্যপাল কেশরি নাথ ত্রিপাঠি। আজই ডাক্তারদের একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা রাজ্যপালকে সাফ জানিয়ে দেন, মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তারদের দাবি দাওয়া না মানলে তাঁরাও আন্দোলন তুলবেন না। কারন তাদের কাছে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাই জরুরী। এর পরেই রাজ্যপাল কেশরি নাথ ত্রিপাঠি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ ভবনে ডেকে পাঠান।

এদিকে আজই কলকাতার ৫ জন সিনিয়র চিকিৎসক জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সমস্যা মেটাতে স্বাস্থ্য সচিব রাজীব সিনহার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সন্ধ্যে ৬ টায় রাজীব সিনহা সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। তারপরেই কলকাতার শহরের সিনিয়র ডাক্তারদের নবান্নে ডেকে পাঠান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কলকাতায় চিকিৎসক নিগ্রহ, সারা দেশের সাথে রাজ্যেও প্রতিবাদ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন ।।** কলকাতায় চিকিৎসকের উপর আক্রমণের ঘটনায় সারা দেশের সাথে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছেন ত্রিপুরার চিকিৎসকরাও । আজ সারা রাজ্যে সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিং হোমে কর্মরত চিকিৎসকরা, নার্স এবং ফ্যাকাল্টিরা কালো ব্যাজ লাগিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন । সাথে তাঁরা গণ-অবস্থান এবং মৌন মিছিলও সংগঠিত করেছেন । তবে, রাজ্যের কোথাও কর্মবিরতি পালন করা হয়নি বলে জানিয়েছেন আইএমএ ত্রিপুরা শাখার সাধারাণ সম্পাদক ডা. সৌভিক দেববর্মা ।

কলকাতায় চিকিৎসক আক্রান্তের ঘটনায় গোটা দেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব পড়েছে । চিকিৎসকদের সমস্ত সংগঠন কলকাতার ঘটনায় প্রতিবাদমুখি হয়েছে । ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন আজ সারা দেশে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছে । তাতে ত্রিপুরাও অংশ নিয়েছে।

আইএমএ ত্রিপুরা শাখার সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন, আজ আমরা কোথাও কর্মবিরতি পালন করিনি । কিন্তু, কালো ব্যাজ লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছি। সাথে গণ-অবস্থান এবং মৌন মিছিল সংগঠিত করেছি । তিনি জানান, সারা রাজ্যে সমস্ত সরকারি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং মেডিক্যাল ও নার্সিং কলেজগুলির ফ্যাকাল্টিরা এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছেন।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে এখন কোনও সমস্যা নেই। কারণ, কিছুদিন আগে আইজিএম-এ চিকিৎসক আক্রান্তের ঘটনায় ত্রিপুরা সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় এখন প্রশাসনিক কড়া হস্তক্ষেপে স্বাস্থ্য পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, কলকাতায় এনআরএস হাসপাতালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে অসহায় মুমূর্ষ রোগীরা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙ্গে পড়েছে, চিকিৎসকদের গণ ইস্তফা

## নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে অংশ না নিয়ে আন্দোলনে অনড় জুনিয়র ডাক্তাররা

**কলকাতা, ১৪ জুন।।** চাপে পড়ে পরিস্থিতির সমাধানে আন্দোলনকারীদের নবান্নে ডেকে পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বার্তা নিয়ে নীলরতন সরকার হাসপাতালে পৌঁছন স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা প্রদীপ মিত্র। জুনিয়র ডাক্তাররা অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর ডাক ফিরিয়ে দিয়েছেন। আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা জানিয়ে দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীকেই এনআরএসে পড়ুয়াদের কাছে আসতে হবে। শুক্রবার নবান্নে সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই বৈঠকে মমতাকে এনআরএসের জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনার পরামর্শ দেন সিনিয়ররা। ওই পরামর্শের পর এনআরএস কাণ্ডের জেরে উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধানে আন্দোলনকারীদের নবান্নে ডেকে পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বার্তা নিয়ে শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ নীলরতন সরকার হাসপাতালে পৌঁছন স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা প্রদীপ মিত্র। তবে সেখানে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। জুনিয়র ডাক্তাররা অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর ডাক ফিরিয়ে দিয়েছেন। আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা জানিয়ে দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীকেই এনআরএসে পড়ুয়াদের কাছে আসতে হবে। তাঁরা নবান্নে যাবেন না। জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘটের জেরে ভেঙে পড়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা। অচলাবস্থা কাটাতে এদিন সন্ধেয় নবান্নে যান সুকুমার মুখোপাধ্যায়, এম এল সাহা, অলকেন্দু ঘোষ, অভিজিতচৌধুরির মতো বিশিষ্ট চিকিতকরা। এদিন তাঁদের মাধ্যমে চিকিতকদের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছ'দফা দাবি পেশ করা হয়েছে। সেগুলি হল, মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমরা পদবী দেখে চিকিতা করি। মুখ্যমন্ত্রীকে সেই বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। তারপর আলোচনা। মুখ্যমন্ত্রী না এলে আন্দোলন উঠবে না। আহত পরিবহ মুখোপাধ্যায়কে দেখতে যেতে হবে। চিকিতকদের তরফে এই দাবি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি হাসপাতালে চিকিতকরা গণইস্তফা দিচ্ছেন। এর পরই আন্দোলনকারীদের নবান্নে ডেকে পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সেই ডাকে সাড়া দেননি আন্দোলনকারীরা।

এদিকে, এদিনই আবার মুখ্যমন্ত্রীমমতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## উমাকান্ত স্কুলে ভর্তি নিয়ে ক্ষুব্ধ ছাত্রদের পথ অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন ।।** ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে রাজপেথ। নিজ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন উমাকান্ত অ্যাকাডেমির ছাত্ররা। তারা শুক্রবার আগরতলায় পথ অবরোধ করেছে। পুলিশের হস্তক্ষেপে শেষে অবরোধ প্রত্যাহার হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ দিনভর আইজিএম হাসপাতাল চৌমুহনিতে উত্তেজনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬০:৪০ অনুপাতে ছাত্র ভর্তির নিয়ম চালু হয়েছে। তাতে, ৬০ শতাংশ নিজ বিদ্যালয়ের বাকি ৪০ শতাংশ বাইরের বিদ্যালয়ের ছাত্র ভর্তি হবে। তাতে দেখা যাচ্ছে, অনেক ছাত্র একই বিদ্যালয়ে নম্বর কম থাকায় ভর্তি হতে পারছেন না। এ-নিয়ে গতকালও উমাকান্ত অ্যাকাডেমিতে ছাত্র বিক্ষোভ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

আজ সকাল ১১টা নাগাদ ভর্তির নিয়ম বদলানো নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের প্রত্যাখানের পর ছাত্ররা আইজিএম হাসপাতাল চৌমুহনিতে পথ অবরোধ করে। তাতে, প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মহিলাকে ধর্ষণের পর হত্যা মৃতদেহ ময়নাতদন্তের সময় সাব্রুমে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন ।।** সাব্রুমের রতন মুনি এডিসি ভিলেজের ধূপছড়ি এলাকার বাঁশ বাগান থেকে ৩৫ বছর বয়সী রূপাইছু মগ এর মৃতদেহ উদ্ধার হয় বৃহস্পতিবার। এই গৃহবধূর মৃত্যুর কারন নিয়ে শুক্রবার সাব্রুম মহকুমার হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত করার সময় এলাকা থেকে শতাধিক উপজাতি অংশের লোকজনরা এসে ভীড় জমায়। এলাকাবাসী ও পরিবারের পক্ষ থেকে হত্যার অভিযোগ তোলে। একই সাথে হত্যাকারির বিরুদ্ধে শাস্তির দাবী জানান। এই ঘটনা নিয়ে এদিন শাসক দলে সাব্রুম এলাকার মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল সাব্রুম থানায় গেলে থানায় কর্তব্যরত ওসি কমল কর চৌধুরী তাদের সাথে দূর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। পরে সংবাদমাধ্যমের সামনে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন সাব্রুম মহিলা মোর্চার সহ- সভানেত্রী সুলতা মগ। মৃতার স্বামী থৈলা মগ এতটাই শোকাচ্ছন্ন যে ঠিক ভাবে কিছু বলতে পারছেন না। ময়নাতদন্তের পর ডঃ শ্যামরুপ ভট্টাচার্য্য জানান এইটি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু । রতন মুনি এডিসি ভিলেজের মধুমগ পাড়ার বাসিন্দা দুই সন্তানের জননী রূপাইছু মগের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে ক্রমাগত রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, রতনমণি এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা থাইলা মগের স্ত্রী রুপাইছু মগ বাঁশ করুল সংগ্রহ করার জন্য ছুপছড়ির জঙ্গলে যান। অন্যদিকে তাঁর স্বামী ব্যাঙ্কের লোনের টাকা পরিশোধ করার জন্য মনুঘাটে একটি ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন। রুপাইছু মগ সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ জঙ্গলে গিয়েছিল বাঁশ করুল সংগ্রহ করার জন্য। স্বামী বাড়ি ফিরে আসলেও স্ত্রী বাড়ি ফিরেনি। দীর্ঘ সময় বাড়িতে ফিরে না আসায় থাইলা মগের সন্দেহ হয়। পরে এলাকাবাসীকে নিয়ে জঙ্গলে যায় খোঁজাখুঁজি করতে। জঙ্গলে গিয়ে দেখা যায় রূপাইছু মগের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। যদিও মৃতদেহে কোন আঘাত চিহ্ন নেই। তবে, ওই মহিলাকে যে যৌন নির্যাতন করা হয়েছিল তা মৃতদেহ দেখে আন্দাজ করতে পারেন এলাকার লোকজন। সাথে সাথেই খবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## লংতরাইভ্যালী মহকুমার বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল প্লাবিত, দুর্গতদের উদ্ধারের তৎপর প্রশাসন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** রাজ্যে বর্ষার মরসুম প্রবেশ করেছে। শুক্রবার ভোর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত ছামনুতে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা গেছে ১৯ সেন্টিমিটারের উপর। লংতরাইভ্যালী মহকুমার বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এমতাবস্থায় মনু আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ধুমাছড়া এ ডি সি ভিলেজের রতন রোয়াজা পাড়ায় ব্যাপক বন্যা পরিস্থিতির উদ্রেগ হয়েছে। মনু নদীর জল স্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় প্লাবিত হয়েছে বেশ কিছু এলাকা। বৃষ্টিতে বাড়ি ঘরে জল ঢুকে অবস্থা শোচনীয় আকার ধারন করেছে। পাহাড়ী এলাকায় প্রবল বৃষ্টিতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই বিষয়ের উপর নজর রেখে চলেছে প্রশাসন। বন্যা কবলিত এলাকায় পাঠানো হচ্ছে উদ্ধারের ব্যবস্থা। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্থদের প্রাথমিক ভাবে সহায়তা প্রদান করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে, ফের একবার পাপের খেসারত বহন করতে হল পৌর বাসিকে। শুক্রবার সকাল থেকে হাল্কা ও মাঝারি বৃষ্টির ফলে জল মগ্ন হয়ে পড়েছে আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন এলাকা।রাজধানী আগরতলার শকুন্তলা রোড, রবীন্দ্র ভবন, আর এম এস চৌমুহনী সহ বিভিন্ন জায়গা জল মগ্ন হয়ে পড়েছে। তবে তার জন্য শুধুমাত্র আগরতলা পুর নিগম দায়ী তা নয়। আগরতলা পৌর নিগমের পাশাপাশি নিগম এলাকায় বসবাসকারী একাংশ মানুষও তার জন্য দায়ি তা বলা বাহুল্য। আগরতলা পৌর নিগমের বেহাল জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থার ফলে হাল্কা ও মাঝারি বৃষ্টিতে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তার চেয়ে বড় বিষয় যত্রতত্র প্লাস্টিকের বোতল সহ অপচনশীল বর্জ্য ফেলার ফলে এই সকল বর্জ্য নিগম এলাকার নিষ্কাশনি ব্যবস্থাকে স্তব্ধ করে দেয়। এতে করে অতি দ্রুত নিগম এলাকার রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পরে। শুক্রবারও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এইদিনের সামান্য বৃষ্টিতে নিগম এলাকার বহু রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমে যায়। নিগম বাসিদের আশঙ্কা ভারি বর্ষণ হলে বিগত বছরের ন্যায় এই বছরও নিগমের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়বে। যদিও নিগমের সাফাই কর্মীদের বক্তব্য প্লাস্টিকের বোতল ও অপচনশীল বর্জ্য নিগম এলাকার নিস্কাশনি ব্যবস্থাকে স্তব্ধ করে দেয়। ফলে সামান্য বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পরে নিগম এলাকার বহু রাস্তা। তবে, হাঁসফাঁস গরমের মাঝে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৪২ ▫ ১৫ জুন ২০১৯ ইং ▫ ৩১ জ্যৈষ্ঠ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

## রক্তদানের আন্দোলন

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যতো বেশী আধুনিক হইয়া উঠুক না কেন রক্তের বিকল্প এখনও পাওয়া যায় নাই। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাই সবচাইতে বেশী জরুরী রক্তের। রক্তদানের যে আন্দোলন ত্রিপুরায় গণআন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল সেখানে কি ভাঁটার টান আসিয়াছে? রক্তদানের আন্দোলন বিভিন্ন রাজ্যেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখিয়াছে। ১৪ই জুন স্বেচ্ছা রক্তদান দিবসটিও নমঃ নমঃ করিয়া সরকারী স্তরে পালিত হইয়াছে। এই দিনটির গুরুত্ব সাধারণ্যে ব্যাপক প্রচারেও নেওয়া হইয়াছে এমন সংবাদ নজরে আসে নাই। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে, রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে রক্ত সংকট তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। রক্তের অভাবের কারণে হাসপাতালগুলিতে অপারেশন ইত্যাদি বন্ধ রহিয়াছে। রাজ্যের জিবি, আইজিএম, এবং টিএমসিতেও তীব্র রক্ত সংকট চলিতেছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ে রক্তের বিকল্প নাই। ত্রিপুরায় এক সময় স্বেচ্ছা রক্তদানের এই আন্দোলন রীতিমতো গণআন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল। বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রক্তদানের এক প্রতিযোগি মনোভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল। রক্তদানের এই আন্দোলন কি থমকাইয়া গিয়াছে? এক্ষেত্রে ঘাটতি বা দূর্বলতা কোথায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করা অনেক বেশী জরুরী। কেন রক্তের ঘাটতি তাহা অনুসন্ধান করিয়া উদ্যোগ না নিলে রাজ্যের চিকিৎসা ক্ষেত্রেই বড় ধরনের সংকট নামিয়া আসিতে পারে। রক্তদানের ক্ষেত্রে যতখানি উদ্যোগ প্রয়োজন ছিল তাহা যে নানা কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে। কারণ লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার পর খুব স্বাভাবিক ভাবেই আদর্শ আচরণ বিধি ইত্যাদির কারণে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রিরা অংশ নিতে না পারায় সমস্যা হইয়াছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে ভিভিআইপিদের বিশেষ সম্মানীয় আসনে বসাইয়া শিবির করার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছা রক্তদান আনুষ্ঠানিকতা ও প্রচারকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়াছে। রক্তদানের পূণ্য কর্ম যে দ্বিতীয় নাই তাহা জনমনে প্রচারই বড় কথা। বহিঃরাজ্যে দেখা গিয়াছে, বহু স্বেচ্ছা রক্তদান সংস্থা কাজ করিতেছে। রক্তের প্রয়োজনে তাহাদের অনুরোধ করিলে রক্তদাতারা নিজেরাই আসিয়া রক্তদান করেন। বড় বড় হাসপাতালে রোগীরা সেই সব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া বিনামূল্যেই রক্ত সংগ্রহ করিয়া নিতে পারেন। কিন্তু, এই ত্রিপুরায় এমন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে না কেন?

ত্রিপুরায় নতুন বিজেপি জোট সরকারকে এই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়া আগাইতে হইবে। কিভাবে স্বেচ্ছা রক্তদানকে একটি গণআন্দোলনে পরিণত করা যায় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন। রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় বসিয়াও জিম উদ্বোধন করিয়া স্পষ্ট বার্তা দিলেন যে, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। সোজা কথায় স্বাস্থ্যই সম্পদ। স্বাস্থ্য বিভাগটি মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতেই রাখিয়াছেন। আশা করা যাইতে পারে তাঁহার নতুন চিন্তাধারা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করিবে। ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্যোগ চলিতেছে। মোটা টাকায় বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আনা হইতেছে। একথা সত্যি যে, বিজেপি জোট সরকারের আমলে হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে। কিন্তু, ইহা সত্যি যে এক শ্রেণীর চিকিৎসকদের ডিউটি নিয়া ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠিতেছে। সোজা কথায়, রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে কাজের সমন্বয় আনিয়া কর্মমুখীন পরিবেশের প্রতিষ্ঠা দেওয়া। হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করিতে হইবে।

ত্রিপুরার বহু রোগী বহিঃরাজ্যে যাইতে বাধ্য হন। কারণ এখানে সরকারী হাসপাতালগুলিতে সব দিক দিয়াই অনেক বেশী সীমাবদ্ধতা আছে। ত্রিপুরায় গড়িয়া উঠা বেসরকারী একটি হাসপাতাল রোগীদের আশাহত করিয়াছে। কারণ, এই হাসপাতাল প্রথমে বিশ্বমানের বলিয়া প্রচার করিয়া জনগণকে ধোঁকা দিয়াছে। তাছাড়া এই হাসপাতালেরও সীমাবদ্ধতা রহিয়াছে। রোগীরা নিরুপায় হইয়া ভর্তি হইলে তাহাদের মোটা টাকা গুনিতে হয়। ত্রিপুরায় গরীব মানুষ তাই পারতপক্ষে এই 'বিশ্বমানের' হাসপাতালে যাইতে চাহেন না। ত্রিপুরার রাজধানী শহরের চিকিৎসার উপর ভরসা না রাখিয়া বহু রোগী আসামের জেলা শহর শিলচরে ছুটিতেছেন। বিজেপির নতুন সরকার নিশ্চয়ই এই বিষয়টি নিয়াও গভীর ভাবে ভাবিয়া ব্যবস্থা নিবেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ত্রিপুরার যতখানিই সুযোগ আছে তাহা কাজে লাগাইয়া অনেক আশার আলো জ্বালাইতে পারে। এক্ষেত্রে রক্তদানের আন্দোলনকে আরও বেগবান করিতে হইবে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরায় নতুন যুগের সূচনা হইতে পারে। রক্তদানের আন্দোলনের মধ্য দিয়া রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার নতুন অধ্যায় শুরু হইতে পারে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে নতুন উদ্যমে পদক্ষেপ নিতে হইবে।

## স্থূলতা রোগ হলেও নিয়ন্ত্রণ যোগ্য

কলকাতা, ১৪ জুন(হি.স.) : মোটা হয়ে যাচ্ছি, ওজন বেড়ে যাচ্ছে এই কথাগুলো আমাদের নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থূলতা এখন সারা বিশ্বেই এক বিরাট সমস্যার নাম।বাড়তি ওজনের জন্য আমাদের অনেকেই নানা রকম সমস্যার মুখোমুখি হতে দেখা যায়ঊ সাধারণভাবে স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে ১০ ভাগ ওজন বেশি হলে তাকে স্থূলতা বা ওবেসিটি বলা যায়। স্থূলতা একটি রোগ শুক্রবার এমনটাই জানান বিপাকীয় এবং বারিয়াট্রিক সার্জারি তথা মনিপাল হাসপাতালের চেয়ারম্যান ড: সুমিত তলোয়ার।

আজ ডাক্তারবাবু জানান, "শরীরে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম কম হলে শুধু খাবার খেয়ে যেমন তার অভাব পূরণ হয়না তেমনই শুধু ব্যায়াম বা যোগা করে স্থূলতা কমবে নাঊ এর জন্য দরকার প্রয়োজনীয় চিকিতাঊ সর্বপরি অপারেশনঊ" সুমিতবাবুর মতে, এক্সারসাইজ করে হয়ত ১০ শতাংশ ওজন কমবেঊ কিন্তু যাঁদের আরও বেশি পরিমান ওজন কমানোর দরকার তাঁদের শুধু ব্যায়াম করে কিছু হবেনা।

এদিন সুমিত তলোয়ার বলেন, "যেমন ধরুন, কারো ওজন হওয়া উচিৎ ৬০ কেজি, তাঁর যদি ৬৬ কেজির চেয়ে ওজন বেশি হয় তাকে আমরা স্থূলতা বলবো। স্থূলতার জন্য বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও স্থূলতার জন্য বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রোগ ও জটিলতা দেখা দেবে। স্থূলতা একটি রোগ। পুরুষদের চেয়ে নারীরা স্থূলতায় ভোগেন বেশি। ওজন কমালে মৃত্যু ঝুঁকিও কমে"।

পাশাপাশি তাঁর পরামর্শ, খাবারের তালিকায় কার্বহাইড্রেটের পরিমান কমিয়ে প্রোটিনের পরিমান বাড়াতে হবেঊ এজন্য খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা যেতে পারে, কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম করতে হবে, কম ক্যালোরির খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, চর্বি ও চিনিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ কমাতে হবে বা বিরত থাকতে হবে, আঁশ যুক্ত খাদ্য বেশি খেতে হবে। রোজের খাওয়ায় ১০ শতাংশ কার্বহাইড্রেটে, ২০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ ফ্যাট ও ৬৫ শতাংশ প্রোটিনকে জায়গা দিতে হবে বলে এদিন জানান তিনি।

স্থূলতা একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য সমস্যা। স্থূলতার সঙ্গে বিভিন্ন রোগের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। হৃদরোগ, হার্ট অ্যাটাক, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট ফেইলিওর, উচ্চ কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, মেয়েদের মাসিকের সমস্যা, পলিসিস্টিক ওভারি, বন্ধ্যাত্ব, গর্ভকালীন জটিলতা, ভ্রূণের মৃত্যু, স্ট্রোক, মাইগ্রেইন, কোমর, হাঁটু ও পায়ে ব্যথা, পা ফুলা থাকা, বগলের নিচে ও ঘাড়ে কালচে দাগ পরা, লিভারে চর্বি জমে যাওয়া, এসিডিটির সমস্যা, ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা ও নাক ডাকা, এজমা, পুরুষের যৌন ক্ষমতা হ্রাস, প্রস্রাব আটকে রাখতে না পারা এই সকল রোগের সাথেই হটাত শ্বাস কস্ট হওয়াঊ বা কোমরে পায়ে ব্যথা, প্রয়োজনের বেশি হাপিয়ে ওঠা এই সব কিছুই স্থূলতার লক্ষণ হতে পারেঊ তাই যখন এই ধরনের কোনও সমস্যা হবে তখন অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

# বামের ভোট রামে যাওয়ার বিলাপ

**বরুণ দাস**

শহরের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে ন্যায়-নীতি-নৈতিকতার অনেক বড় বড় বুলি আওড়ানো সহ, তাতে সাধারণতঃ বিপদের সমূহ কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে কথা বলার জন্য নানা সংগঠন আছে, আছে মিডিয়ার তথা মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিক সংবাদমাধ্যমের দাপট। কিছু হলেই মিডিয়ার লোকেরা ছুটে আসে আক্রান্তের কাছে এবং তা নিয়ে চলে দিনভর ব্যাপক প্রচার। আর পুলিশ-প্রশাসনও চক্ষুলজ্জার খাতিরে এখানে অপেক্ষাকৃত সক্রিয়। একেবারে রাজ্যের রাজধানী বলে কথা।

এখানে আমরা তাই তুলনামূলকভাবে অনেকটাই নিরাপদ। অন্তত গ্রামগঞ্জের চেয়ে তো বটেই। ফলে অলটপকা মন্তব্য করতে আমাদের তেমন আটকায় না। আমাদের মধ্যে যারা নিজেদের শিক্ষিত ও সচেতন মনে করেন, এমনকী সমাজের 'এগিয়ে থাকা অংশ' বলেও শ্লাঘা বোধ করে, তাঁরা সপ্তদশ লোকসবার ফলাফল ঘোষণার পর সংবাদমাধ্যমে অনেক কথা বলেছেন। তাদের সেসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথায় কতিপয় মানুষ যেমন মুগ্ধ হয়েছেন, তেমনি অধিকাংশ মানুষ সেসব 'যুক্তিসঙ্গত' কথায় কোনওরকম গুরুত্ব দেননি।

কেন গুরুত্ব দেননি? কী বলছে বাস্তব? কারণ যাঁদের বাংলার মাটি ও মানুষের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ আছে, যাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে নিত্যদিন কাটান, যাদের জীবনের সঙ্গে একরাশ অভাব ও অনিশ্চয়তা মিলেমিশে একাকার---তাঁরা অন্তত ভালোভাবে জানেন, বামের ভোট রামে যাওয়ার আসল মানে কী? কেন কঠোর ও কঠিন পরিস্থিতি তাঁদের 'বাম থেকে রাম' কিম্বা হাত থেকে পদ্মের দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য করেছে। এটা কি নিছক ন্যায়-নীতি-নৈতিকতার প্রশ্ন, নাকি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রধান প্রশ্ন।

বাস্তব পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ না করে কেবল নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্য কিন্তু মন্তব্য ছুড়ে দিলে সত্যের প্রতি অবিচার করা হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই করে থাকেন রাজনীতি সম্বন্ধে অতি বিজ্ঞ কিছু মানুষ। এমনকী বামপন্থী দলের অনেক নেতাম্ভ্রীরাও। 'এটা মানুষের নৈতিক অধঃপতন' বলে ও দেগে দেন এঁদের কেই কেই। উদ্ভুত পরিস্থিতির ভেতরে গিয়ে একটু গভীরভাবে ভাবার চেষ্টাই করেন না। এদের বাস্তববোধ কিম্বা রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার দৈন্যতা আমাদের ভাবিয়ে তোলে বৈকি।

উল্লেখ্য, লাল থেকে গেরুয়া তেরঙা (হাত) থেকে গেরুয়া কিংবা ঘাসফুল থেকে পদ্মফুলে ঝাঁপ দেওয়ার অপ্রত্যাশিত প্রবণতা কেন এল তা নিয়ে গভীরভাবে নেওয়ার চেষ্টা বা চিন্তা করি তো মারাত্মক ভুল হবে। রাজনীতি বা সমাজনীতি যাই বলুন না কেন, মানুষের জীবন ও তার পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বাদ দিয়ে কিছুই নয়। রাজনৈতিক স্তরে কোনও কিছুর মূল্যায়ন করতে গেলে আমাদের একথাগুলি স্মরণে রাখতে হবে একথা বলাই বাহুল্য।

সিপিএমের মাননীয় কমরেড প্রকাশ কারাত কিংবা সীতারাম ইয়েচুরিদের মতো ঠাণ্ডাঘরে সময় কাটানো উঁচুমহলের নেতার হয়তো -বা এসব বুঝতে অপারগ। তাঁরা এই পরিবর্তনের নানাবিধ কেতাবী ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তা নিয়ে সেন্ট্রাল কমিটি ও পলিটব্যুরোতে দীর্ঘ আলোচনা হবে। আলোচনা হবে ব্লক-মহকুমা-জেলা কমিটি থেকে আসা রিপোর্টের ভিত্তিতে পুনরায় রাজ্য কমিটির তৈরি করা রিপোর্টের ওপর তাত্ত্বিক আলোচনা। যেমনটা এদেশের প্রায় অধিকাংশ বাম কিম্বা অতিবাম পন্থী দলে হয়ে থাকে আর কী।

অর্থাৎ রিপোর্টের ওপর রিপোর্ট নির্মাণ এবং তা নিয়ে কমিটির বৈঠকে তাত্ত্বিক আলোচনায় মগ্ন হবেন পার্টির পদস্থ কমরেডগণ। সে আলোচনা কমিটি কিম্বা ব্যুরোর নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে দীর্ঘায়িত হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। তারপর এমন কোনও জটিল কিংবা সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন। যার সঙ্গে বাস্তবের আদৌ কোনও মিল নেই। অনেকেরই হয়তো-বা স্মরণে আছে, ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে ব্লক -মহকুমা-জেলা কমিটি তেকে এমনই রিপোর্ট পেয়েছিলেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের অতিবিজ্ঞ কমরেড-ম্যানেজাররা।

তাঁরা দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের পার্টির সম্ভাব্য-জয় সংক্রান্ত ওই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে রাজ্যস্তরে পুনরায় আরও একটি রিপোর্ট তৈরি করে পাঠিয়েছিলেন দিল্লিতে পার্টি ওপরমহলে। যেখানে সেন্ট্রাল কমিটি ও পলিটব্যুরোর মহামান্য সদস্য-কমরেডবা তা 'খতিয়ে দেখতে' বসেছিলেন। কিন্তু বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর দেখা গেল, ওই রিপোর্টের সঙ্গে কিছুই মিলছে না। জেলায় জেলায় বামেরা হেরে কুপোকাত। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে মহাকরণ দখল করতে চলেছে।

সেবার (২০১১) তো বামেদের মাথায় আকাশে ভেঙে পড়ার মতোই অবস্থা। এ কী করে সম্ভব? তাদের অনুগত ও অভিজ্ঞ কমরেডরা কি ভুল রিপোর্ট দিয়েছিলেন? রাজ্য কমিটিই বা তা সঠিক কিনা তা অনুধাবন করতে পারেননি কেন? যাঁরা মাছের সঙ্গে জলের সম্পর্কের মতোইমানুষের সঙ্গে মিশে থাকেন, ঘরের বই কিংবা গোয়ালের গরু হারালে যারা বিচারে বসেন, তাঁরা কিছু আগাম টের পেলেন না? হিসেবে কিছুতেই মেলাতে পারছিলেন না অভিজ্ঞ কমরেডগণ। তাঁদের কাছে সবটাই যেন 'মিরাকেল' হয়ে দাঁড়ায়।

'বিজ্ঞানভিত্তিক মার্কসবাদ'-এ কোনও অলীক তত্ব বলে কিছু নেই। না, 'মিরাকেল' শব্দটিও বামেদের সংবিধানে অমিল। যুক্তি দিয়ে কিছু মেনে নেওয়াও যাচ্ছে না। তাহলে হলটা কী? কমরেডরা কি তাহলে বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবনে কিংবা মূল্যায়নে ব্যর্থ? তা-ই বা হবে কী করে? 'এ টু জেড'-এলাকার সব ব্যাপারেই যাদের 'অগ্রণী ভূমিকা' থাকে, পান থেকে চুন খসলেই যাদের কাছে ছুটে যেতে হয়, পাড়ার এক একটা এলসি-ই যেখানে একটা ছোটখাটো আদালত --- সেখানে এমন তাজ্জব ব্যাপার ঘটল কী করে? ঘন ঘন মাথা চুলকানোই সারা। রহস্যের কিনারা করতে পারেন না মহামতি বাম নেতৃত্ব। কী রাজ্য, কী কেন্দ্রীয় কমিটি-কারও পাকা মাথায়ই ঢুকছে না এমন 'শোচনীয় পরাজয়'-এর নেপথ্য কারণ। ভোটে তেমন কোনও সন্ত্রাস কিংবা কারচুপির খবর নেই। তাহলে? এবারকার (২০১৯) লোকসভা নির্বাচনেও যেমন বাংলার শাসকদলের সুপ্রিমো বুঝতে পারছেন না বিজেপির ও উত্থানের কারণ কী? যদিও তাঁরা মুখে ধর্মীয় মেরুকরণ, দেদার টাকা ছড়ানো থেকে ইভিএম কারচুপির গালগল্প করছেন বটে, কিন্তু হারার কারণে নিয়ে দিশেহারা।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সাংবাদিক অমল সরকারের একটি তুখোড় মন্তব্য। ' সেলস পারসনকে আকাশকুসুম টার্গেট ধরিয়ে দিলে চাকরি বাঁচাতে তার কাছে দুটি মাত্র বিকল্প থাকে। এক, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ক্রেতাকে ঠকানো, আর দুই, জল মেশানো হিসেবে দাখিল করে কর্তাদের খুশি করা'। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকায় দ্বিতীয় পথটিই সম্ভবত বেছে নিয়েছিলেন বামদলের ব্লক-মহকুমা-জেলা কমিটির পোড়খাওয়া সদস্যরা। যার ফল হাতেনাতে টের পেয়েছেন দলের ঠাণ্ডাঘরে বসা বিজ্ঞ-নেতারা।

আবার অবশ্য রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল ইদানীং শারীরিক কারণে পার্টি থেকে দূরে থাকা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পরিস্থিতির আগাম আঁচ পেয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন পার্টিকর্মী ও বাম সমর্থকদের কাছে। কিন্তু তাঁরা তা মানেননি বা মানার মতো অবস্থায় ছিলেন না। পোড়খাওয়া বর্ষীয়ান কমরেড বিমান বসু, পার্টির রাজ্য সম্পাদক ডা. সূর্যকান্ত মিশ্ররাও সম্ভবত বুঝেছিলেন তৃণমূলশাসিত বাংলার বাস্তব অবস্থাটা ঠিক কী? কিন্তু বুঝতে পারলেও তাঁদের কিছু কাররাও ছিল না।

পার্টিকর্মী ও বাম সমর্থকদের দলের নিয়ন্ত্রণ রাখার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না একথা বলাই বাহুল্য। তাঁদের নৈতিক নির্দেশ কিংবা মান্যতা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি গ্রামগঞ্জের বাম-মনস্ক মানুষ কিংবা বাম-বিরোধী কংগ্রেস সমর্থকদেরও ছিল না। তৃণমূলের আঞ্চলিক নেতৃত্বের আগ্রাসী রাজনীতি বিরোধীপক্ষকে ধূলিস্যাৎ করে দিচ্ছিল। এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে তাঁরা প্রথমে মুক্তি চেয়েছিলেন। দুর্বল বামফ্রন্ট কিংবা আরও দুর্বল কংগ্রেস নেতৃত্ব যে শাসকদলকে রুখে দিতে অপারগ, একথা তাঁরা বুঝেছিলেন ভালোভাবেই।

তাই বিকল্প হিসেবে বেছে নিয়েছেন তাঁদের অপচন্দের রাজনৈতিক দল 'সাম্প্রদায়িক' বিজেপিকে। কারণ বিজেপি ইতিমধ্যেই শাসকদলের কাছে 'যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী' হয়ে নিজেদেরকে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। 'মারের বদলে মার' কিংবা 'ইটের বদলে পাটকেল' এছাড়ার নীতিকে সম্বল করে দ্রুত এগোচ্ছিল তারা। বিজেপির বীরভূমের জেলা সম্পাদক দুধকুমার মণ্ডল নিজেকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা-কাণ্ডারী অনুব্রত মণ্ডলের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিলেন। রীতিমতো টক্কর দিয়ে চলেছলেন শাসকদলের জেলা নেতৃত্বকে।

ঠিক যে কারণে বাংলার মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের ওপর চূড়ান্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরিবর্তনের পক্ষে নেতিবাচক রায় দিয়েছিলেন, ২০১৯-এর লোকসবা নির্বাচনেও বাংলার মানুষ ঠিক একই পথ নিয়েছেন একথা অস্বীকার করা মানে সত্যকে অস্বীকার করা। বাংলায় 'গেরুয়া ঝড়' হয়ত সাময়িক এবং এই ঝড় তোলার উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরি করে দিয়েছে এখানকার শাসকদল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি একথাও চরম সত্য। সুতরাং রাজ্যের সার্বিক স্বার্থে এই অপ্রিয় সত্যকে অনুধাবন করতে পারলে একে রুখে দেওয়াও সম্ভব।

নির্বাচনোত্তর বাস্তব পরিস্থিতিই বলছে, 'গেরুয়া ঝড়'-এর স্থায়িত্ব অনেকটাই নির্ভর করছে বর্তমান শাসকদল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির ওপরও। এই 'অপ্রিয় সত্য'কে যদি আমরা একনও পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি তাহলে ভুগতে হবে গোটা রাজ্যবাসীকে। তাই বিজেপি-বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে আত্মবিশ্লেষণ বসতে হবে। এক অপরকে অকারণে দোষারোপ না করে প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু তা কি পারবেন আজকের আপাত-লাভ দেখা দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলগুলি?

আমজনতার সংশয় ঠিক এখানেই। কোনও রাজনৈতিক দলই আজ আর সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ ভুলে গোটা রাজ্য ও রাজ্যবাসী সার্বিক স্বার্থের দিকে নজর দিতে মোটেই আগ্রহী নয়। দেশ ও দশের স্বার্থেই এয তাদের বৃহত্তর ভূমিকা পালন করতে হবে, একথা মাথায় রাখেন ক'জন! যে যার নিজেদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যেই দিশাহীনভাবে ছুটে চলেছেন। সেই ক্ষুদ্র দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থের কাছে ক্রমশ পরাভুত হচ্ছে গোটা দেশ, গোটা রাজ্য তথা আমজনতার বৃহত্তর স্বার্থ। আর কবে সতর্ক ও সচেতন হবে রাজনৈতিক দলগুলি?

**(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)**

# আমার ভিতর, বাহিরে অন্তরে অন্তরে

**রঞ্জিত রায়চৌধুরী**

কয়েক বছর আগের ঘটনা। আমরা দুই পরিবারের ছ'জন সদস্য পুরীতে দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে গিয়েছি। যে হোটেলে উঠেছি তার দোতলার বারান্দা থেকে রাত গভীর হলে সমুদ্রের গর্জন কানে আসে। আর কাকভোরেই অতিরিক্ত পাওনা হিসাবে হোটেলের বিপরীতি দিকের গলির কোনো আশ্রমেব প্রার্থনাসঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য হয়। শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছানোর পরের দিনের অধিকাংশ সময় প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দির এবং সংলগ্ন অঞ্চলে কেটে যায়। প্রকিবারই একটা আশ্চর্য ধরনের অনুভূতি হয় মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছালে। মনে হয় এ স্থান আমার আজন্মের চেনা। আমি প্রতিদিন ভোরে হোটেল ছেড়ে যেদিকটায় দোকানপাট নামি-দামি হোটেল, তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে হাঁটা আরম্ভ করি। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর ডানদিক ঘুরলেই মূল মন্দির আর সমুদ্রের মধ্যবর্তী এই অঞ্চলে একটা সাবেকি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের পার দরে হাঁটতে গিয়ে একদিনই অবাক বিস্ময়ে ভাবি এই নিলাচলেই চৈতন্যদেব তাঁর জীবনে শতেরোটি বছর অতিবাহিত করেছিলেন।

মাঝে এক রাতে পূর্ণিমা চাঁদের সর্বব্যাপী জ্যোৎস্নায় রহস্যময় হয়ে ওঠা ভূমিতে বসে, সম্মুখে জর্গমান সমুদ্রের আবহে অনেক দিনের অনেক কথা উঁকি দিয়ে যায়। সেভাবেই বছর পঁচিশ আগে ময়ুরভঞ্জ জেলার অন্তর্গত চিত্তোরা নামর গ্রামে দু'দিন কাটানোর এবং সেখানকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় পদ্মালোচন মাহাতোর বলা নানা কথা মনে পড়ে যায়। পদ্মদা একথা, সেখথার মাঝে বলেছিলেন পারলে একবার শ্রীক্ষেত্রে পূর্ণিমার চাঁদের আলোর নীচে বেলাভূমিতে কাটাবেন। অত্যন্ত স্বাভাবেই পদ্মদার অন্যান্য কথা মনে জেগে উঠে। পদ্মলোচন মাহাত গোটা ময়ূরবঞ্জ জেলার স্থানীয় ছৌনাচ বিশারদ হিসাবে বিখ্যাত। কলকাতা থেকে সংস্কৃতি উৎসবে যাতে তার চেনা কোনও দল নিয়ে যেতে পারি সেই পরামর্শ করতে চিত্তোরায় আসা। বাসে কলকাতা থেকে আসতে বিকেল পার হয়ে যায়। পদ্মদা অবশ্য বাসস্টপে নিজেই উপস্থিত ছিলেন। বাসরাস্তা থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলে গ্রামের একরকম মাধ্যস্থলে পদ্মদার বাড়ি। আমরা মিনিট কয়েক বিশ্রাম করে পদ্মদার স্ত্রীর দেওয়া শরবত খেয়ে আবার স্টপের কাছে ফিরে আসি।

ভোর না হতে উঠে পদ্মদার সঙ্গে গ্রাম দেখতে বেরিয়েই পড়ি। পদ্মদা। পথে যাকেই পাচ্ছেন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। মাঠে একদল মানুষ সাবাই ঘাস নিয়ে কাজ করছে এই ঘাস থেকে দঁড়ি হয়। আছে এখানে ওখানে মহিলারাও। আমি লক্ষ্য করি পদ্মদা শুধু নয়, অঞ্চলের সব মানুষই খালি পায়ে ঘোরাঘুরি করে এবং কোনও কোনও মহিলার পরনে নীল শাড়ি। পদ্মদাকে জিজ্ঞেস করতেই রহস্য করে বলেন, নীল শাড়ি নাকি প্রভু নীল মাধবকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য পরা। আর খালি পা? স্থানীয় মানুষদের দাবি একদিন বহু শত বছর আগে স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাঁর অনুগামীদের নিয়ে আচণ্ডাল প্রেমের বাণী শোনাতে শোনাতে শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার পথে এই গ্রামের পাশ দিয়েই দিয়েছিলেন। তাঁর সেই পবিত্র পদধূলি পাছে জুতো ব্যবহার করলে অপবিত্র হয় তাই খালি পায়ে চলার রীতি। বিবরণ শুনে সেদিন মনে হয়েছিল এমনতার লোকবিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটনাও কম সৌভগ্যোর ঘটনা নয়। সেসময় কলকাতায় ফিরে লোকসংস্কৃতি নিয়ে যারা চর্চা করেন তাঁদের অভিজ্ঞতার বিনিময় করতে গিয়ে দেখি তাঁর আদৌ ব্যাপারটি নিয়ে উৎসাহী নন।

বিকেল নামতেই অন্যান্যরা সমুদ্রের পথ ধরছে। আমি কিছু সময় পর পড়ন্ত বিকেলের মুখে ঘর চাড়ি। দূর থেকে শবযাত্রীদের একটি দল এগিয়ে আসছে। নিকটেই স্বর্গোদ্বার মহাশ্মশান। খোল-করতাল সহকারে কিছু মানুষ শবানুগমন করছেন। পথের মানুষেরা অনেকেই কপালে হাত ঠেকিয়ে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। আমি নিতান্তই অভ্যাসবশতই পান সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কিনতে কাছাকাছি কোথাও দোকান এবং দাড়ি কাটার জন্য সেলুন আছে কিনা তার খোঁজ করি। বেশি দূর এগোতে হয় না। স্বর্গোদ্বার মহাশ্মশানের বিপরীতে গলি ধরে এগোলেই নর্দমানর উপরে তিনটি দোকান। প্রথম দোকানটির পাটাতনের উপর পরপর দুটি চেয়ার পাতা। চেয়ারের উল্টোদিকে দুটি আয়না। এক কোণে গলির দিকে পিঠ করে কেউ একজন জ্বলন্তত ধূপকাঠি দিয়ে সন্ধ্যারচি করছে। ঠিক পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বলে তার আরাধ্য দেবতাকে দেখতে পাচ্ছি না লোকটি ফিরে তাকাতেই আমার বিস্ময়েরর অবধি থাকে না। অপেক্ষাকৃত একটু উঁচু তাকের উপর গৌর-নিতাইয়ে কাঠের মূর্তি। দোকানের মালিকেল বয়স বছর একুশ-বাই। আপনি কি কিছু খুঁজছেন স্যার? ভাবছিলাম সেভ করব। বেশ তো উঠে আসুন, চুল কাটতে হলে কিন্তু কাল আসতে হবে। আমি যুবকটির কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করি তোমরা কি চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত? আমরা কেন, এই পুরীতেই নয়, আমাদের গ্রামাঞ্চলেও মহাপ্রবুর অনেক ভক্ত আছেন। আপনার চুল কাটতে হলে কাল আসতে হবে। কেন? এক্ষুনি ঝাঁপ বন্ধ করে রিহাসালে যাব কিনা। কিসের রিহার্সাল? আমাদের নীলাচলে গৌরহরি পালার। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনও কথা না বলে চুপচাপ বারিক।

শহর থেকে খানিকটা দূরে আঠেরো নালা নামের অঞ্চলে ওদের বাড়ি। বাবা সরকারি চাকুরে। দিদি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। সে নিজে দশ ক্লাস পর্যন্ত পাশ করে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড করিয়েছে যদি এসসি বলে কোনও একটা চাকরি পাওয়া যায়। অবশ্য তার জন্য চুপচাপ অপেক্ষা করেনি দীপক। এক বন্ধুর সঙ্গে বছরখানেক হল দোকান খুলেছে। বন্ধু ভৌরকার সম্প্রদায়ের ছেলে। মাসচারেক হল সে চাকরি পেয়েছে। সেই থেকে দীপক নিজের দোকানের সর্বেসর্বা। দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিয়েও সে খানিকটা পথ আমাকে সঙ্গ দেয়। এবং তারই মধ্যে জানিয়ে রাখে মাস খানেকেরমধ্যে তাদের নীলাচলে গৌরহরি পালার সিডি প্রকাশিত হবে। ঠিকানা রেখে গেলে সে পাঠিয়ে দিতে পারবে। সেই রাতে পেছনে গর্ঝমান সমুদ্রকে রেখে তারায় ভরা আকাসের নীচ দিয়ে ফেরার পথে আমরা কেবলই মনে হয়েছে যতই না কেন আমাদের বাউল ফকির কিংবা নান সংকীর্তনের অধিকারিরা, নদিয়ার চাঁদ অমির নিমাইকে হৃদমাঝারে রাখার ব্যাকুল বোধ করুক সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত এমনকি স্বল্পভিত্তের একটা অংশই একবিংশ শতাব্দীর পৌঁছানোর তাড়নায় চৈতন্য মহাপ্রভুতে ভুল আছেন। একমাত্র নবদ্বীপের পুরানো অংশ বাদ দিলে সমগ্র নদিয়াবাসীদের সম্বন্ধেও সম্ভবত এই মন্তব্য করা যায়। কৃষ্ণনগর বা রানাঘাটে তার কোনও প্রভাব নেই।

তাঁর শচীনন্দন ভূমিকা থেকে নিমাই পণ্ডিত রূপান্তর। জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি দীক্ষা গ্রহণ। ব্রজধামের আপামর মানুষের চোখের নয়নের মণি হয়ে ওঠা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে প্রকট হওয়ার দীর্ঘ কালপর্বে অপমানিত মানবাত্মর মুক্তি সাধন। এই সমস্ত কিছু যথার্থ উত্তরাধিকার আজ আর শুধুমাত্র ময়ূরভঞ্জে চিত্তোরা গ্রামের মানুষ বা নীলাচলের গৌরহরির পালার সদস্যরা নন। সেই গৌরবের প্রকৃত অংশীদার সারা পৃথিবী জুড়ে যে ভক্তবৃন্দ আছেন তাঁরাও।

এই মুহূর্তে আমরা যে জটিল সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি সেটাই একমাত্র সত্য নয়। অনুরূপভাবেই আমরা যেন বিস্মৃত না হয়, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং তাঁর অনুগামীরা যদি সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে এই নিম্নগাঙ্গের সমতট অঞ্চলে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে সক্ষম না হতেন, আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বজদের পক্ষে নবজাগরণের ইতিহাস সৃষ্টির সাধনা হয়তো অধরাই থেকে যেত।

**(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)**

পোস্টাল বিভাগের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগরতলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছবি-নিজস্ব।

## দেশের সর্বত্রই ডাক্তারদের প্রতিবাদ : আন্দোলনে সামিল দিল্লি-মহারাষ্ট্র-কেরলের চিকিতকরা

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.): দিন দিন আরও ব্যপ্তি হচ্ছে চিকিতকদের আন্দোলন-প্রতিবাদ কর্মসূচিঊ পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পেরিয়ে এবার চিকিতকদের প্রতিবাদ-আন্দোলন কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়ল দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেইঊ কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র চিকিতকদের পাশে দাঁড়িয়ে শুক্রবার 'প্রতিবাদ-দিবস' পালিত হচ্ছে দিল্লি, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, কেরল, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা সর্বত্রইঊ বন্ধ রয়েছে আউটডোর, দেশজুড়ে কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন চিকিতকরা।

কলকাতার এনআরএস হাসপাতালের জুনিয়র চিকিতকদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে শুক্রবার প্রতিবাদ মুখর হয়েছেন দিল্লি-র অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এর ডাক্তাররাঊ এইমস-এর পাশাপাশি চিকিতা পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে সফদরজং হাসপাতালেওঊ চলছে শুধুই জরুরি পরিষেবাঊ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগী ও তাঁদের পরিজনদেরঊ শুক্রবার সকালে এইমস-এ ডায়ালিসিস করাতে আসা এক রোগীর আত্মীয় জানিয়েছেন, 'মায়ের ডায়ালিসিস হওয়ার কথা ছিল শুক্রবারঊ কিন্তু, আমাদের বলা হল অন্য কোথাও করে নিত।'

এনআরএস হাসপাতালের চিকিতকদের সমর্থনে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন মহারাষ্ট্রের ডাক্তাররাওঊ মহারাষ্ট্র অ্যাসোসিয়েশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টরস (এমএআরডি)-এর প্রেসিডেন্ট প্রশান্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতালে ডিউটিতে থাকাকালীন অবস্থায় ডাক্তারদের উপর হামলা খুবই উদ্বেগজনকঊ শুক্রবার, আমরা নিরব প্রতিবাদ পালন করছিঊ' মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বইয়ের পাশাপাশি নাগপুরেও প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন ডাক্তাররা।

এখানেই শেষ নয়, এনআরএস হাসপাতালে জুনিয়র চিকিতকদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরের ভিমরাও আম্বেদকর মেমোরিয়াল হাসপাতালের চিকিতকরাঊ এদিন প্রতীকী পরিষেবা বন্ধ করে ডাক্তাররা স্লোগান দিতে থাকনে, 'আমরা বিচার চাইঊ' প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন হায়দরাবাদের নিজাম ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর ডাক্তাররাঊ জয়পুরের জয়পুরিয়া হাসপাতালের ডাক্তাররাও প্রতিবাদ-আন্দোলনে সামিল হয়েছেনঊ কেরলের তিবান্দ্রম-এর ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর সদস্য চিকিতকরা প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন।

## ডাক্তারদের দাবিকে সমর্থন শুক্রবার বিক্ষোভপ্রদর্শন কর্মসূচি এবিভিপি-র

কলকাতা, ১৪ জুন (হি.স.): এনআরএস হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের উপর 'অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে' শুক্রবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সংগঠনের কলকাতা মহানগর সম্পাদক মৃন্ময় দাস জানিয়েছেন, জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর নিগ্রহের ঘটনায় উদ্ভুত পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার যেভাবে ডাক্তাদেরকে দোষারোপ করা থেকে শুরু করে নানা রকম নোংরা রাজনীতিতে মেতে উঠেছে তা কখনওই একটা সুস্থ সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই চিকিৎসকদের পাশে থেকে তাঁদের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে এবিভিপি পথে নামছে। বিবেকানন্দের মূর্তির পাদদেশে (বিবেকানন্দ রোড, বিবেকানন্দ নিজ গৃহের সামনে) শুক্রবার দুপুর ১২টায় হবে এই সমাবেশ। হাসপাতাল-পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টায় রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে এবিভিপি। বৃহস্পতিবারই সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল এ ব্যাপারে রাজপালের সঙ্গে কথা বলে। পরে এবিভিপি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সহ-সভাপতি ইন্দ্রনীল খান সাংবাদিকদের বলেন,"মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নির্দেশ ও আচরণের মাধ্যমে আজ আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছেন।" ইন্দ্রনীলবাবু বলেন, "এখানকার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসকদের আন্দোলন ও উদ্ভুত পরিস্থিতি ভিডিও-র মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় ভিন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে জুনিয়র ডাক্তার ও চিকিৎসকদের আন্দোলন। রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এই জুনিয়র ডাক্তাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এই রকম অবস্থায় কী করে মুখ্যমন্ত্রী এ রকম মন্তব্য করেন। আমরা আশা করেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে সমাধানসূত্র খোঁজার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তাঁর রণং দেহি মূর্তিতে উত্তেজনা আরও ছড়িয়ে পড়ছে।'

## বিহারে এনসেফেলাইটিস আতঙ্ক : মুজফফরপুরে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫৪

মুজফফরপুর (বিহার), ১৪ জুন (হি.স.): এনসেফেলাইটিস রোগ নিয়ে চিন্তা আরও বাড়ল নীতীশ কুমার সরকারেরঊ শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত বিহারের মুজফফরপুরে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিন্ড্রোমে (এইএস) আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ৫৪টি শিশুরঊ বিহারের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মুজফফরপুরের শ্রী কৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসাপাতাল (এসকেএমসিএইচ)-এ এনসেফেলাইটিস সিন্ড্রোমে (এইএস) আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৬টি শিশুরঊ বাকি ৮টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে মুজফফরপুরের কেজরিওয়াল হাসপাতালেঊ আক্রান্ত আরও কিছু শিশু বর্তমানে মুজফফরপুরের এসকেএমসিএইচ ও কেজরিওয়াল হাসপাতালে চিকিতাধী।

বিহারের মুজফফরপুরে এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে যেভাবে শিশুদের মৃত্যু হচ্ছে তা সত্যিই যথেষ্ট চিন্তার বিষয়ঊ শিশু-মৃত্যু নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারঊ শুক্রবার সকালেই মুজফফরপুরের শ্রী কৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসাপাতাল (এসকেএমসিএইচ) পরিদর্শনে যান বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডেঊ হাসপাতাল পরিদর্শন করার পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মুজফফরপুরে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিন্ড্রোমে (এইএস) আক্রান্ত হয়ে এখনও পর্যন্ত ৫৪টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

## সাপের কামড়ে ওঝা গুনিনে ভরসা করে মৃত্যু শিশুর

ক্যানিং, ১৪ জুন (হি. স.) : আবার ও কুসংস্কার এর ফলে সাপের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। মৃতের নাম পল্লবী সরদার (৫)। বৃহস্পতিবার রাতে সন্দেশ খালি থানার মনিপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। ওই শিশুকে রাতে সাপে কামড়ালে ও ওঝা গুনীনের কাছে নিয়ে কোন সুরাহা না হওয়ায় শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পল্লবীকে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সময় মত হাসপাতালে রোগিকে নিয়ে আসা হলে তাকে বাচাঁনো সম্ভব হতো বলেও দাবি করেন চিকিৎসক।

বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ির মেঝেতে ঘুমনোর সময় একটি কালাচ সাপ কামরায় ছোট্ট পল্লবীকে। পরিবারের লোক তা বুঝতে পেরে রাতেই স্থানীয় একটি ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সেখানে ওঝা ওই শিশুকে সুস্থ করতে না পারায় তাকে নিয়ে পরিবারের লোকজন এলাকার একটি মন্দিরের সামনে দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখেন। তাতেই ওই শিশুটি সুস্থ না হওয়ায় শুক্রবার সকাল দশটার সময় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের সদস্যা জানায় যদি ওঝা না করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে বাচানো যেত।

এইদিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাক সমরেন্দ্র নাথ রায় জানান মানুষকে সচেতন শিবির করে জানানো হচ্ছে ওঝা, গুনিন না করে হাসপাতালে নিয়ে আসুন তবু মানুষ সচেতন হচ্ছেনা।

ছয়ের পাতায়

## লুধিয়ানায় তিনটি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

লুধিয়ানা, ১৪ জুন (হি.স.): সাতসকালে আগুন-আতঙ্ক পঞ্জাবের লুধিয়ানায়। শুক্রবার সকালে লুধিয়ানার নূরওয়ালা রোডের ধারে অবস্থিত একটি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে পার্শবর্তী আরও দু"টি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ১৬টি ইঞ্জিন। বিধ্বংসী আগুনের লেলিহান শিখায় তিনটি ফ্যাক্টরির ভিতরে থাকা প্রচুর সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। বিধ্বংসী আগুনের পাশাপাশি ধোঁয়ার কারণে আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে দমকল কর্মীদের। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে লুধিয়ানার নূরওয়ালা রোডের ধারে অবস্থিত একটি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। ওই ফ্যাক্টরির ভিতরে প্রচুর পরিমানে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে পার্শবর্তী আরও দু"টি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে। আগুন লাগার কিছুক্ষনের মধ্যেই গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ১৬টি ইঞ্জিন। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় তিনটি ফ্যাক্টরি সংলগ্ন বহুতল খালি করে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, বিধ্বংসী আগুনের লেলিহান শিখায় তিনটি ফ্যাক্টরির ভিতরে থাকা প্রচুর সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ধোঁয়ার কারণে আগুন নেভাতে যথেষ্ট সমস্যা হচ্ছে দমকল কর্মীদের। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন।

## উদ্বেগজনক পরিস্থিতি রাজ্যজুড়ে শুক্রবার গান্ধী মূর্তির পাদদেশে কংগ্রেসের গণ অবস্থান

কলকাতা, ১৪ জুন (হি.স.): রাজ্যের 'অসহনীয় পরিস্থিতি এবং বিভাজনের রাজনীতি'-র বিরুদ্ধে শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে গণ অবস্থানের ডাক দেওয়া হয়েছে। বেলা এগারোটা থেকে বিকেল ছাড়তে পর্যন্ত গান্ধী মূর্তির (মেয়ো রোড ) পাদদেশে এই গণ অবস্থান হবে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র-সহ বিভিন্ন প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। বৃহস্পতিবারই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র বলেন, "আমি তো আগেই আবেদন করেছিলাম অহংবোধ ঝেড়ে ফেলে মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের কাছে যান। ওঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসুন। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অসঙ্গতিগুলি দূর করতে সচেষ্ট হন। তা না করে যেভাবে ওরকম নির্দেশ দিলেন, তাতে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না।"

বিধানসভায় বিরোধী নেতা আব্দুল মান্নান জানান, "যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা যেমন অভূতপূর্ব, তেমনই অগ্নিগর্ভ। কোনও রাজ্যে সরকারি, বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে চিকিৎসা বন্ধ এ রকম হয়েছে? চিকিৎসকদের নিরাপত্তা, রোগীদের সেবা এ সবই খতিয়ে দেখতে হবে সূক্ষভাবে। গায়ের জোরে, ধমকে কিছু করতে গেলে অনেকের অনুভূতিতে লাগবে। দূর্ভাগ্যের বিষয়, এক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারলেন না। আর, এ রকম পরিস্থিতিতে বিজেপি এবং তৃণমূল, দু'দলের কাছেই অনুরোধ করব, রাজনৈতিক স্বার্থের ওপরে উঠে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করুন। অন্যথায় অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।"

## মুজফফরপুরে এনসেফেলাইটিসে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫৭, সমস্ত ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস কেন্দ্রের

মুজফফরপুর (বিহার), ১৪ জুন (হি.স.): এনসেফেলাইটিস রোগ নিয়ে চিন্তা আরও বাড়ল নীতীশ কুমার সরকারেরঊ শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত বিহারের মুজফফরপুরে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিন্ড্রোমে (এইএস) আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ৫৭টি শিশুরঊ বিহারের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মুজফফরপুরের শ্রী কৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (এসকেএমসিএইচ)-এ এনসেফেলাইটিস সিন্ড্রোমে (এইএস) আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৯টি শিশুরঊ বাকি ৮টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে মুজফফরপুরের কেজরিওয়াল হাসপাতালেঊ আক্রান্ত আরও কিছু শিশু বর্তমানে মুজফফরপুরের এসকেএমসিএইচ ও কেজরিওয়াল হাসপাতালে চিকিতাধীনঊ

বিহারের মুজফফরপুরে এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে যেভাবে শিশু-মৃত্যু হয়েছে তা সত্যিই যথেষ্ট চিন্তার বিষয়ঊ শিশু-মৃত্যু নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারঊ শুক্রবার সকালেই মুজফফরপুরের শ্রী কৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসাপাতাল (এসকেএমসিএইচ) পরিদর্শনে যান বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডেঊ হাসপাতাল পরিদর্শন করার পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মুজফফরপুরে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিন্ড্রোমে (এইএস) আক্রান্ত হয়ে এখনও পর্যন্ত ৫৭টি শিশুর মৃত্যু হয়েছেঊ বিগত ২০-২২ দিনের মধ্যেই এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে ৫৭টি শিশুর মৃত্যু হয়েছেঊ

এই কঠিন সময়ে বিহার সরকারকে সমস্ত ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হর্য বর্ধনঊ মুজফফরপুরে ৫৭টি শিশুর মৃত্যুর প্রেক্ষিতে শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্য বর্ধন জানিয়েছেন, 'ইতিমধ্যেই কেন্দ্র থেকে ডাক্তারদের একটি বিশেষ টিম ওই হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেঊ বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দু'বার বৈঠক করেছি আমি, কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

## চিকিৎসকদের কর্মবিরতি, তিন দফা দাবি 'আবুটা'-র

কলকাতা, ১৪ জুন (হি. স.) : গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভাঙ্গতে মুখ্যমন্ত্রীর হুমকির প্রতিবাদ জানাল সারা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (আবুটা)। সংগঠনের তরফে রাজ্যের কাছে তিন দফা দাবি রাখা হয়েছে।

চিকিৎসকদের কর্মবিরতি, গণ-ইস্থফা ও স্বাস্থ্য পরিসেবায় অচলাবস্থার জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করে আবুটা-র সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতি এক বিজ্ঞপ্তিতে শুক্রবার জানিয়েছেন, "অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক; চিকিৎসকদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক এবং একটি যথার্থ জনমুখী স্বাস্থ্যনীতি অনুসরণ করে চিকিৎসা পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয় উন্নতি ঘটিয়ে সকলের জন্য অবাধ স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে এই দাবি জানাচ্ছি।"

আবুটা-র বক্তব্য, "এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তার নিগ্রহের প্রতিবাদে সারা রাজ্যে জুড়ে হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসকদের কর্মবিরতির ফলে সাধারণে মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। রাজ্য প্রশাসন যেভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে চাইছে তাতে জটিলতা আরও বাড়ছে। অসম্মানিত হয়ে চিকিৎসকরা গণ-ইস্তফার পথ ধরতে বাধ্য হচ্ছেন। আমরা মনে করি ক্রমবর্ধমান এ ধরণের চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনা স্বাধীনোত্তর পর্বে ক্ষমতাসীন সরকারগুলির অনুসৃত জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতি ও বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবার অবধারিত পরিণতি। কিন্তু এহেন অপর্যাপ্ত-অবহেলিত সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্রমাগত শিকার হতে হতে ক্ষুব্ধ রোগী ও তার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে নির্দোষ চিকিৎসকদের সম্পর্কে এক অস্বাভাবিক ও ভ্রান্ত মনোভাব তৈরি হয়ে গেছে। নাগালের মধ্যে থাকা চিকিৎসকরাই তাঁদের কাছে হয়ে গেছেন আসল ভিলেন। আর দায়িত্ব যার, সেই সরকারের ব্যর্থতা থেকে গেছে দৃষ্টিচক্ষুর আড়ালে। এক গভীর অবিশ্বাস ও বৈরিতার মনোভাব তৈরি হয়ে গেছে নিরপরাধ চিকিৎসকদের সম্পর্কে।'

## নকশালবাড়িতে লোকালয়ে দুটি বাইসন, আতঙ্ক এলাকায়

নকশালবাড়ি, ১৪ জুন (হি.স.) : দার্জিলিংয়ের নকশালবাড়িতে দুটি বাইসন লোকালয়ে চলে আসায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার সকালে।

জানা গেছে, নকশালবাড়ি দক্ষিণ কোটিয়া জোত এলাকায় দুটি বাইসন লোকালয়ে চলে আসে। একটি বাইসন হরেকৃষ্ণ বারুই নামে এক ব্যক্তির কুয়োর পাড়ে পা পিছলে পড়ে যায়, ফলে সেখানেই বাইসনটির মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন বিভাগের কর্মীরা। অপর একটি বাইসন ঘোরা ফেরা করতে থাকায় এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। অপর বাইসনটিকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছে বন বিভাগের কর্মীরা। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়।

## জমি ছিনিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা : বাসন্তীতে বিজেপি-র মহিলা নেত্রীকে বেধড়ক মারধর, অভিযুক্ত তৃণমূল

বাসন্তী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১৪ জুন (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাজুড়ে রাজনৈতিক হিংসা অব্যাহত। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে পূর্ব জেলা বিজেপির এক মহিলা নেত্রীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত বিজেপি নেত্রীর নাম রিঙ্কু সরদার। রিঙ্কুকে বাঁচাতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে গুরুতর জখম হয়েছেন তার ভাই পিন্টু সরদারও। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার উত্তর অন্তর্গত মোকামবেরিয়া গ্রামে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, বিজেপি দল করার দায়ে রিঙ্কুদের জমি দখলের চেষ্টা করছিল স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। আর তাতে বাধা দিতে গিয়েই আক্রান্ত হন রিঙ্কু ও তাঁর ভাই। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী যতীন সরদার, কার্তিক সরদার, অনন্ত হালদার-সহ তাদের অনুগামীদের বিরুদ্ধে।

শুক্রবার সকালে বাড়িতে টিউশন পড়াচ্ছিলেন রিঙ্কু, সেই সময় অভিযুক্তরা আচমকা বাড়িতে চড়াও হয়ে তাদের জমি দখল করার চেষ্টা করে। রিঙ্কু বাধা দিলে তার উপর হামলা চালায় অভিযুক্তরা। সেই সময় বাজার থেকে বাড়ি ফিরে রিঙ্কুর ভাই পিন্টু দেখেন তার দিদিকে মারধর করা হচ্ছে এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হচ্ছে। দুষ্কৃতীদের হাত থেকে দিদিকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন পিন্টুও। এই ঘটনার পর আশপাশের লোকজন বেরিয়ে এলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয়রাই ভাই-বোনকে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। বিজেপি কর্মীদের দাবি, গত পঞ্চায়েত ভোটে বাসন্তী থেকে জেলা পরিষদের বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন রিঙ্কু। তারপর থেকেই এলাকার তৃণমূল কর্মীরা রিঙ্কু ও তার পরিবারকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিত। তাদের একটি জমিও দীর্ঘদিন ধরে দখলের চেষ্টা করছিল। এ বিষয়ে বাসন্তী থানায় রিঙ্কুর পরিবার অভিযোগও দায়ের করেছিল। শুক্রবার সেই জমি পুনরায় দখল করতে এলে বাধা দেয় রিঙ্কু। আর তখনই তাঁর উপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে অভিযুক্তরা।

## জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস, আহত অন্ততপক্ষে ২৫ জন

শ্রীনগর, ১৪ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা শহরের উপকণ্ঠে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাসঊ শুক্রবার সকালের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ২৫ জন যাত্রীঊ তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকঊ শুক্রবার সকালে ডোডা শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে গাটসু এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় যাত্রীবোঝাই ওই বাসটিঊ ৩০টি আসনের ওই বাসটি ৩৫ জনেরও বেশি যাত্রীকে নিয়ে বাটোতে-কিশত্বর হাইওয়ে ধরে গান্ডোহ থেকে জম্মু অভিমুখে যাচ্ছিলঊ সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (ডোডা) শাবির আহমেদ মালিক জানিয়েছেন, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে থাকার কারণে গাটসু এলাকায় যাত্রীবোঝাই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।

সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধারকাজে হাত লাগান ইন্দো-তিবেতিয়ান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি)-এর জওয়ানরাঊ আইটিবিপি জওয়ানদের পাশাপাশি উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারাওঊ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের ভিতর থেকে ৩৫ জনেরও বেশি যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়ঊ তাঁদের মধ্যে অন্ততপক্ষে ২৫ জন কমবেশি আহত হয়েছেনঊ সঙ্কটজনক পাঁচজনঊ এসএসপি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের জানলার কাঁচ ভেঙে যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়ঊ প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, 'বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে অথবা ব্রেক ফেল করার কারণেই বাসটি বেসামালা হয়ে যায়, তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়ঊ' প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, বাসটি পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিচে গভীর খাদে পড়ে গেল আরও বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

## থানা থেকে পালাল আটক অভিযুক্ত বরখাস্ত ২ পুলিশকর্মী

যোধপুর, ১৪ জুন (হি.স.): পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে থানা থেকে পালিয়ে গেল অভিযুক্ত। এই ঘটনায় কাজে গাফিলতির অভিযোগে শুক্রবার সকালে সাসপেন্ড করা হল রাজস্থানের যোধপুর জেলার ভোপালগড় থানার এক মহিলা রক্ষী ও এক কনস্টেবলকে। শৌচাগার যাওয়ার নাম করে ওই আটক ব্যক্তি পালিয়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রের খবর। ঘটনায় এদিন বরখাস্ত করা হয়েছে ওই দুই পুলিশ কর্মীকে। পকসো আইনের অধীনে একটি শ্লীলতাহানির মামলায় পুলিশি হেফাজতে রাখা ওম প্রকাশ জাট নামে এক অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বৃহস্পতিবার বিকেলে যোধপুর জেলার ভোপালগড় থানায় নিয়ে আসা হয়। কিন্তু, শৌচাগার যাওয়ার নাম করে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার (যোধপুর গ্রামীণ) রাহুল বারহাত এদিন জানান, এক ছাত্রীকে আপত্তিকর মেসেজ পাঠানো এবং স্কুলে যাওয়া-আসার পথে ওই ছাত্রীকে ইভটিজিংয়ের অভিযোগ রয়েছে ওম প্রকাশ জাটের বিরুদ্ধে। পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন অভিযুক্ত পালিয়ে যাওয়ায় কাজে গাফিলতির অভিযোগে এদিন ভোপালগড় থানার এক মহিলা রক্ষী ও এক কনস্টেবলকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। অভিযুক্তের খোঁজে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

## ছত্তিশগড়ে ফের সাফল্য, কাঙ্কের-এ নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম দু"জন মাওবাদী

রায়পুর, ১৪ জুন (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নিকেশঅভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত কাঙ্কের জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু"জন মাওবাদী। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। তবে, নিহত মাওবাদীদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

মাওবাদী নিকেশ অভিযান প্রসঙ্গে শুক্রবার সকালে ডিআইজিপি (মাওবাদ-বিরোধী অভিযান) পি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে কাঙ্কের জেলার তাডোকি এলাকায় জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু"জন মাওবাদী। গুলির লড়াই শেষে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। নিহত মাওবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। পি সুন্দররাজ আরও জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে বিশেষ অভিযান চলাকালীন কাঙ্কের জেলার তাডোকি এলাকায় জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) বাহিনী ও মাওবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে চলা গুলির লড়াই শেষে দু"জন মাওবাদী খতম হয়েছে।

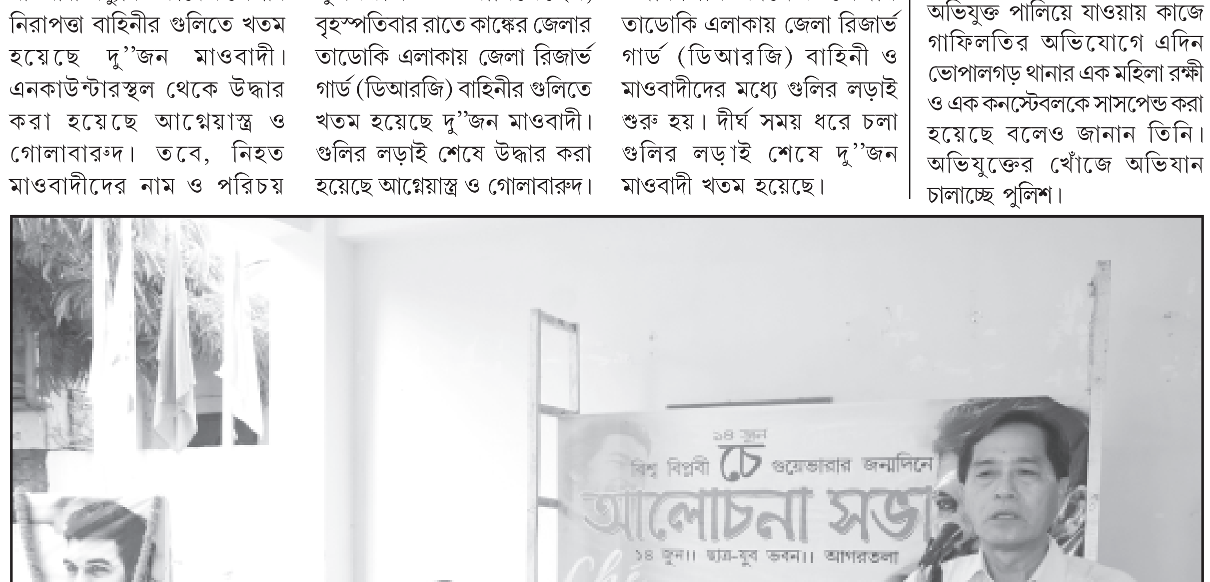

চে গুয়েভারার জন্ম দিন উপলক্ষে আলোচনায় সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী। ছবি-নিজস্ব।

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## মেয়েদের নিয়ে শুরু হচ্ছে রোবটিক্স প্রোগ্রাম

তথ্য প্রযুক্তিতে সারা বিশ্বে নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে টেকসই লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের জন্য দেশে ১০ থেকে ২৫ বছরের মেয়েদের নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি টেক লিডারশীপ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাডভান্স রবোটিক্স এবং ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্প।

আগামী ১২ মে রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর রোডের ইএমকে সেন্টার এবং ই এমকে মেকারল্যাবের সহযোগিতায় তারা এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বল শুরু করতে যাচ্ছে। প্রথমদিকে একটি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করেন কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবেইমাত্র কয়েক দিনে রেজিস্ট্রেশন করে ১৮০ জন তরুণী।

সেখানে দেশের বিভিন্ন সরকারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি নামকরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেধাবী ছাত্রীরাও নিবন্ধন করেছে অংশগ্রহণ করার জন্য।

কিন্তু সীমিত আসনের কারণেই বাছাই পর্বের মাধ্যমে ৭০ জনকে নির্বাচন করা হবে।

এই অংশগ্রহণকারী তরুণীদের নিয়ে সংগঠন দুইটি ফিমেল রোবটেক লিডারশীপ নামক একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

এই সেমিনারের পরে কিছু নির্বাচিত সদস্যকে বিনামূল্যে বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের দক্ষ গবেষক, প্রশিক্ষক এবং মেন্টর দ্বারা রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স প্রযুক্তি বিষয়ক কোর্স করার সুযোগ করে দেবেন।

এছাড়া ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের উদ্যোগে রোবোটিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তির নানান খাতে উদ্যোক্তা হওয়ার উপযুক্ত সুযোগ পাবেন এবং সদস্যরা বিনামূল্যে ক্যাম্পাস টেক অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শফিকুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংসদ সদস্য হোসনে আরা বাবলী, ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ কার্যকলাপ প্রকল্পের পার্টি প্রধান বিদ্যুৎ মহলদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিকস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. লাফিফা জামালসহ সরকারি এবসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তারা। সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন তরুণ প্রযুক্তিবিদ ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জিমি মজুমদার এবন ন্যানো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারীবাংলাদেশী প্রথম তরুণ আবদুল্লাহ হিল কাফি, অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের মহাকাশ ও রোবটিক্স বিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রথম তরুণী রায়হানা শামস ইসলাম অন্তরা, ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখবেন অ্যাডভান্স রোবটিক্সে সিকিউরিটি সিস্টেম বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ মজুমদার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে লাইভে যুক্ত হবেন অথবা বার্তা দিবেন প্রধান উপদেষ্টা ফারহান ফেরদৌস (জাপান), তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা টমাস রায় (জাপান ) এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং টেলিকমিউনিকেশন এবং ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা তাহসিন সামিরা দেলোয়াড়সহ বিভিন্ন সেক্টরে স্বনামধন্য গবেষক, প্রযুক্তিবিদ এবং উদ্যোগতারা। এই উদ্যোগের ব্যাপারে জিমি মজুমদার বলেন, আগামীদিনের পৃথিবী রোবটিকস এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর।

তাই নারী পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ না করলে কোন দেশ এই গ্লোবাল চ্যালেঞ্জে নিজের অস্তিত্ব সমানভাবে রক্ষা করতে পারবে না।

প্রযুক্তিতে নারীরা সর্বদাই পিছিয়ে আছে তাই আমরাই প্রথম ডিজিটাল বাংলাদেশর স্বপ্ন পূরণের জন্য মেয়েদের নিয়ে রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স টেকনোলজি নিয়ে এই নূতনধর্মীয় যুগপযোগী এইলিডারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছি।

বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৬৪ জন মেয়েকে আমরা দক্ষ টেক লিডার হিসাবে গড়ে তুলতে চাই যারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় শতশত টেক মেম্বারকে প্রশিক্ষিত করবে এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে। ভবিষ্যতে এই টেক লিডার এবং টেক মেম্বাররাই অ্যাডভান্স তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে এবং নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে নিয়ে আসবে বলে তারা আশাবাদী।

এই ধরনের প্রোগ্রাম তারা সারা বিশ্বে চালু করতে চায় এবং জাতিসংঘের টেঁকসই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন তারা। বিশ্বের কিছু উন্নত দেশে কারখানার পর ফসল তোলার কাজেও রোবট ব্যবহারের উদ্যোগ চলছে। কিন্তু এখনও এ কাজে মানুষের দক্ষতা বেশি। জার্মানির মিউনিখ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্রে এক রোবটকে দিয়ে ক্যাপসিকাম ফসল তোলানো হচ্ছে।

এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হল, ফসল অক্ষত রাখা। গবেষক টোবিয়াস ব্যার্নিঙার বলেন, 'এখানে আমাদের রোবটের সামনে হাত রয়েছে আর ওপরে এক ভিশন সিস্টেম রয়েছে। সেই চোখ ক্যাপসিকাম শনাক্ত করে।

তার ভিত্তিতে সিস্টেম রোবটের নড়াচড়া স্থির করে দেয়। তারপর রেবাট গাছের কাছে গিয়ে ক্যাপসিকাম তুলে নেয়।' কিন্তু এই সফল তোলা রোবট কি সত্যি মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিততে পারে? কমপক্ষে আদর্শ পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব হতে পারে। টোবিয়াস ব্যার্নিঙার বলেন, 'ল্যাবের পরিবেশ সত্যি খুব ভালো।

এখানে প্লাস্টিকের তৈরি ক্যাপসিকাম রয়েছে। তাদের সবার রং এক। কোনো পাতা তাদের ঢেকে রাখছে না। তাছাড়া সব ক্যাপসিকামের হুবহু একই বৃদ্ধির হার। বাস্তবে পরিস্থিতি এর ঠিক বিপরীত।

কাছের বৃন্তগুলো একইরকম মোটা হয় না। কখনও সেগুলো গাছের খুব কাছে, কখনওদুরে থাকে। রং ক্যাপসিকামের থেকে আলাদা। যথেষ্ট আলো থাকে না, প্রায়ই ঝাপসা ও অন্যরকম মনে হয়।"

গাছপালার এমন জটিল জগতে এখনও পর্যন্ত চোখে দেখে নির্ভরযোগ্যভাবে শনাক্ত করার কোনো সিস্টেম না থাকায় রোবটকে হাতে করে চালাতে হয়। কিন্তু ফসল তোলার এমন রোবটের প্রয়োজন কী? আসলে ফলস তোলার হাড়ভাঙা খাটুনির জন্য লোক পাওয়া কঠিন হয়ে উঠছে। তাছাড়া ফসল তোর কিছু রোবট উৎপাদনের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। যেমন একটি রোবট সেন্সরের সাহায্যে মাটির অ্যাসপারাগাস শনাক্ত করে তুলে নিতে পারে। ৭৫ জনের কাজ সে একাই করে ফেলতে পারে। নেদারল্যান্ডের এক কোম্পানি আগামী বছরই এ রোবট বাজারে আনতে চলেছে। মিউনিখ গবেষকরা এখনও এতটা অগ্রগতি হতে পারেননি। অর্থাৎ অর্থনৈতিকভবে সফল হতে রোবটের অনেক দেরি আছে। এছাড়া এখনও ফসলের ক্ষতি এড়ানো যাচ্ছে না।

রোবট ও মানুষের তোলা ফসলের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট তফাৎ কী? বিশেষজ্ঞ হিসেবে উলরিশ কাল্টেনস্টাডলার বলেন, 'দেখা যায়, হাতে তোলা ফসলে বৃন্ত অক্ষত রয়েছে।

কিন্তু রোবটের তোলা বৃন্তে ছত্রাকের স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ছাঁটার রকমফেরের কারণে এমনটা ঘটছে। ছুরি হাতে কাটলে এবং রোবটের কাঁচি দিয়ে কাটলে এ তফাৎ দেখাযায়। বৃন্ত চেপটে গেলে ছত্রাক গজিয়ে ওঠে।'শাক সবজি উৎপাদনের সময় ছত্রাকের উৎপাত মেনে নেয়া যায় না।

## ৯০ সেকেন্ডে শনাক্ত হবে ত্বকের ক্যান্সার

নতুন এক পরীক্ষার মাধ্যমে মাত্র ৯০ কেকেন্ডেই জানা যাবে কারো ত্বকে ক্যান্সার আছে কিনা। অস্ট্রেলিয়ার জার্নাল অব দ্য ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে প্রকাশিত এক গবেষণায় এ তথয জানানো হয়েছে।

নতুন এ পরীক্ষায় অস্ট্রেলিয়ার গবেষকরা জানান, কোনো ব্যক্তির ত্বকে মেলানোমা অর্থাৎ মেলানিন নামে যে পদার্থ আছে, তার কোষে কোনো ধরনের টিউমার তৈরি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে কিনা, তা মাত্র ৯০ সেকেন্ডের পরীক্ষায় বলে দিতে পারবে। কারণ এ টিউমারই পরবর্তী সময়ে ত্বকে ক্যান্সার তৈরি করে।

কোনো ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, ত্বকে আঁচিল, তিল বা আঘাতের চিহ্ন, চুলের রঙ এবং সানস্ক্রিন ব্যবহারসংক্রান্ত কিছু সাধারণ প্রশ্ন থাকে এ টেস্টে।

অস্ট্রেলিয়ায় সবচেয়ে বেশি হওয়া ক্যান্সারের মধ্যে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে মেলানোমা নামক ক্যান্সার। দেশটিতে প্রতিদিন অন্তত পাঁচজন মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারাযান। আর সারা বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় দুই লাখ নতুন মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং ৫০ হাজারের বেশি মানুষ মারা যান। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে এ ক্যান্সারে মানুষ বেশি আক্রান্ত হন। যুক্তরাষ্ট্রে ১ শতাংশ মানুষ জীবনে একবার এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

ত্বকের ক্যান্সার ঠিক কী কারণে হয়, সেটি নির্দিস্ট করে জানা যায় না। তবে সূর্যরশ্মি এবং বংশগত কারণকে এ জন্য দায়ী করা হয়। এছাড়া যাদের ত্বকে তিল বেশি তাদের আক্রান্ত হওয়া প্রবণতা বেশি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, নতুন এ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে টিউমার শনাক্ত করা গেলে ঝুঁকিতে থাকা মানুষের দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে।

## পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত মহাকাশ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন অকেজো হয়ে পড়া চীনা মহাকাশ স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ সোমবারের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠে এসে আছড়ে পড়বে। তবে কোথায় পড়বে তা এখনও কেউ ধারণা করতে পারছেন না।

টিয়াংগং ১ নামে এই মহাকাশ গবেষণা স্টেশনটি চীনের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ তারা মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি মহাকাশ কেন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাতে চায়। টিয়াংগং ১ ছিল তারই পূর্ব প্রস্তুতি।

২০১১ সালে মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষপথে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রায় সাত বছর পর এটি এখন ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। চীনা ও ইউরোপীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সোমবা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে। বায়ুমন্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিতে আগুন ধরে যাবে। তারপরও কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিতে এসে পড়বে।

চীনের মহাকাশ প্রকৌশল দফতর তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভয় দিয়েছে, কোনো সায়েন্সফিকশন সিনেমার মতো ঘটনা ঘটবে না। বরঞ্চ দেখারমতো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আকাশে উল্কাবৃষ্টির মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।

কোথায় এসে পড়বে এই মহাকাশ স্টেশন?

২০১৬ সালে চীন জানায়, টিয়াংগংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা সেটিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে কোথায় গিয়ে সেটি পড়বে, তা বলা যাচ্ছে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে, এটি নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে পড়বে।

কীভাবে এটি বিধ্বস্ত হবে?

এস্ট্রেলিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ড. এলিয়াস আবোটানিয়োস বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির পতনের গতি ক্রমে বাড়তে থাকবে। একপর্যায়ে এর গতি ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর পর এটি গরম হতে থাকবে। ফলেএটি পুড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে এর কত অংশ টিকে থাকে বলা কঠিন। কারণ এর গঠন নিয়ে চীন কখনও কিছু খুলে বলেনি। ভয়ের কি কোনো কারণ রয়েছে?

বিজ্ঞানীরা বলছেন না। যদিও এই মহাকাশ স্টেশনটির ওজন ৮.৫ টন, কিনতু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তবে যন্ত্রগুলো যেমন, তেলের ট্যাংক বা রকেট ইঞ্জিন হয়তো পুরোপুরি ভস্মীভূত নাও হতে পারে। যদি না হয়, তা হলেও এগুলো কোনো মানুষের ওপর এসে পড়বে সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

আবোটানিয়োস বলছেন -এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষের সিংহভাগই গিয়ে পড়ে সাগরে।

টিয়াংগং১ কেমন মহাকাশ স্টেশন?

যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার তুলনায় মহাকাশে চীনেরযাত্রা অল্প দিন আগের ঘটনা। ২০০১ সালে প্রথম চীন মহাকাশ যন্ত্র পাঠায়। তার পর ২০০৩ সালে প্রথমবার চীনা কোনো নভোচারী মহাকাশে যায়। এরপর ২০১১ সালে এসে চীন প্রথম মহাকাশ স্টেশন পাঠায়, যার নাম টিয়াংগং১ বা স্বর্গের প্রাসাদ। এই কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারত, তবে অল্প ক'দিনের জন্য। ২০১২ সালে একজন নারী নভোচারী টিয়াংগংয়ে গিয়েছিলেন। দুবছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চের পর এটি আর কাজ করছিল না।

## তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আরও কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জার্নালটি 'নেচার কমিউনিকেশনে' প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসত মারক্লিন ও ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার।দূর থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম।

ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসেকরাকে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়।

গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে। গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে। ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না।সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।গবেষক দলের মাইক্রোচিপটির উন্নয়ন ঘটনোর জন্য আরও গবেষণা চালানো হচ্ছে।

## মঙ্গলের জন্য পারমাণবিক চুল্লি

নতুন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টের বা পারমাণবিক চুল্লির পরীক্ষায় সফল হয়েছে নাসা। ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে এটি।

নাসার নেভাডা ন্যাশনাল সিকিউরিটি সাইটে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত পরীক্ষা চালানো হয়েছে কিলোপাওয়ার রিঅ্যাক্টের' নামের এই পারমাণবিক চুল্লির।

খবর ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিররের। প্রকল্পে কাজ করা জিম রয়টার বলেন, নিরাপদ কার্যকর এবং যথেষ্ট শক্তি হবে ভবিষ্যৎ রোবোটিকস এবং মানব অন্বেষণের মূল চাবি। আমি বিশ্বাস করি বিকাশ ঘটলে চন্দ্র ও মঙ্গলে শক্তি সরবাহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে কিলোপাওয়ার।

কিলোপাওয়ার হল হালকা একটি বিভাজন শক্তি ব্যবস্থা, যা ১০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। এই শক্তি দিয়ে মাঝারি ধরনের কয়েকটিবাড়িতে টানা ১০ বছর বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করাহয়।

চাঁদে সুর্য থেকে শক্তি উৎপাদন কঠিন হওয়ায় নাসার ধারণা চাঁদের জন্য আদর্শ হবে এই পারমাণবিক চুল্লি। কারণ এক চাঁদরাত পৃথিবীর ১৪ দিনের সমান।

কিলোপাওয়ারের প্রধান প্রকৌশলী মার্ক গিবসন বলেন, 'কিলোপাওয়ার আমাদের আরওবেশি শক্তির মিশন পরিচালনা এবং চাঁদের অন্ধকার গর্তগুলোতে অনুসন্ধান চালানোর ক্ষমতা দিয়েছে। আমরা যখন চাঁদে বা অন্যান্য গ্রহে দীর্ঘদিন থাকার জন্য নভোচারী পাঠাব সেখানে নতুন শ্রেণীর শক্তি লাগবে যা আগে কখনও দরকার পড়েনি।'

নতুন পারমাণবিক চুল্লিটি পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এর মধ্যে একটি হল ব্যবস্থাটি বিভাজন শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে কিনা। আর ব্যবস্থাটি স্থির এবং পরিবেশের জন্য নিরাপদ কিনা। গিবসন বলেন, আমরা চুল্লিটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি এবং পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে, ব্যবস্থাটি যেভাবে নকশা করা হয়েছে তেমনভাবেই কাজ করে। যে পরিবেশই দেয়া হোক না কেন, চুল্লিটি ভালো কাজ করে।'

চুল্লিটি কখন মহাকাশে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে তা স্পষ্ট করেনি নাসা। মঙ্গল গ্রহের ভূমিকম্প মাপতে নতুন মিশন হাতে নিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। ভূমিকম্পের তথ্য থেকে গ্রহটির অভ্যন্তরে কাঠামো সম্পর্কে ধারণা পেতে চলতি সপ্তাহে নতুন এ মিশনে নামছে ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থাটি। এ মিশনের অংশ হিসেবে ইনসাইট নামের একটি অনুসন্ধান যন্ত্র লাল গ্রহটিতে পাঠানো হচ্ছে। স্ট্যাটিক ল্যান্ডার যন্ত্রটি মঙ্গলে নামার পর সেখানকার মাটিতে সিসমোমিটার স্থাপন করবে।

শনিবার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সিসমোমিটারে যুক্তরাজ্যের তৈরি একটি সেন্সরও থাকছে। এই ভূমিকম্প মাপার যন্ত্রই মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মঙ্গলের ভূমিকম্প সম্পর্কে তথ্য দেবে।

পৃথিবীর সঙ্গে তুলনার পর মিলবে মঙ্গলের অভ্যন্তরীণ কাঠমোতে থাকা পাথরের স্তর সংক্রান্ত তথ্যও। ইনসাইট মিশনের প্রধান গবেষক ড. ব্রুস বেনার্ডট বলেন, যখন সিসমিক তরঙ্গ মঙ্গলের চারপাশে প্রবাহিত হবে, তখন যন্ত্রটি বিভিন্ন স্তরের পাথরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরঙ্গগুলোর তথ্য জোগাড় করতে পারবে।

সিসমোগ্রামে এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার পরই বিজ্ঞানীরা সেখানকার পাথরের গঠন জানতে পারবেন। বিভিন্ন মার্সকোয়ার থেকে যখন আমরা নানান তথ্য পাব, সব মিলিয়ে আমরা মঙ্গলের অভ্যন্তরে ত্রিমাত্রিক চিত্রটি নির্মাণ করতে পারব।'

ক্যালিফোর্নিয়ার ভেন্ডেনবার্গ, বিমান ঘাটি থেকে অ্যাটলাস রকেটের সাহায্যে ইনসাইডের এ 'ল্যান্ডারটি' পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিবিসি। শনিবার স্থানীয় সময় ভোর ৪ টা ৫ মিনিটে অ্যাটলাসের যাত্রা শুরুর কথা রয়েছে। যদিও কুয়াশার কারণে তা বিলম্বিতও হতে পারে। গত শতকের ৭০-এর দশকেও নাসা বেশ কয়েকটি ভাইকিং ল্যান্ডারের মঙ্গলে সিসমোমিটা পাঠিয়েছিল। যদিও গঠনেরকারণে সেগুলো তেমন সফলতা আনতে পারেনি।

ইনসাইটের এবারের ল্যান্ডারটি তিন মাত্রার নিচের ভূমিকম্পও শনাক্ত করে তথ্য পাঠাতে পারবে।এই যন্ত্র বছরে ঠিক কতগুলো কম্পন শনাক্ত করতে পারবে, তা জানা যায়নি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাদের আশা ল্যান্ডারটি থেকে অন্তত কয়েক ডজন ভূমিকম্পের তথ্য পাওয়া যাবে।

## গোলাপের সুগন্ধের জিনগত রহস্য উন্মোচন

প্রথমবারের মতো গোলাপের জিনগত কাঠামো উন্মোচন করলেন বিজ্ঞানীরা। এই রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু পেয়েছেন, যা বিস্ময় তৈরি করেছে।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি দল এই গবেষণা করেছে। ওই বিজ্ঞানীরা জানান, আগামীতে নতুন রং এবং গন্ধসমৃদ্ধ গোলাপ তৈরি করা যাবে ফ্রান্সের লিও শহরে এই গবেষণা প্রকল্পটিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন মোহাম্মেদ বেনদাহমানে।

মোহামেদ বেনদাহমানে জানান, আট বছর ধরে গবেষণার পর তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন কোন জিন গোলাপের গন্ধ তৈরি করে। আর কোন জিন রং তৈরি করে। এছাড়া কোন জিনটি ফুলের স্থায়িত্ব বাড়ায়।

এই গবেষণায় ছিলেন ফ্রান্স, জার্মানি, চীন এবং ব্রিটেনের ৪০ বিজ্ঞানী তাদের এই গবেষণা এথকে এখন জানা যাবে কেন গোলাপের রং এবং গন্ধ এত ভিন্ন ভিন্ন হয়। গোলাপ চাষীরা এখন আরও সুন্দর নং এবং মিষ্টি গন্ধের নতুন জাতের গোলাপ চাষ করতে পারবেন।

যে গোলাপগুলোতে পোকা লাগবে এবং ফুলদানিতে আরও বেশিদিন তাজা থাকবে। উল্লেখ্য, হাজার

হাজার বছর আগে সম্ভবত চীনে প্রথম গোলাপের চাষ শুরু হয়। সুগন্ধি তৈরির জন্য রোমান সাম্রাজ্যের

সময় মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক গোলাপ চাষ করা হতো।এছাড়া বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানে গোলাপের পাপড়ি ছিটানোর চলছিল ওই সময়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে গোলাপ রাজসিংহাসন দখলের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

## জাপান ভ্রমণের গাইড রোবট

জাপান ভ্রমণে পর্যটকদের সহায়তা করছে শার্পের 'রোবোহন' রোবট। মানুষের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন চালাতে পারে ছোট এই রোবটটি। আপাতত শুধু জাপানের বাজারেই রোবটটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান শার্প।

এবারদেশটিতে পর্যটকদের কাছেও ভাড়াদেয়া হচ্ছে রোবটটি। গ্রাহকের সেলফোনের সম্ভাব্য বদলি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে 'রোবোহন।'

অ্যামাজনের অ্যালেক্স, অ্যাপলের সিরি যেখানে গ্রাহককে আবহাওয়ার তথ্য এবং অন্যান্য খবর জানায় সেখানে রোবোহন গ্রাহকের সঙ্গী হিসেবে কাজ করে। জিপিএস দিয়ে গ্রাহকের ভ্রমণ পর্যবেক্ষণ করে রোবোহন। গ্রাহক কোথায় আছেন তার ওপর ভিত্তি করে তিনি কী করবেন তার পরামর্শ দিয়ে থাকে রোবটটি।

সম্প্রতি জাপানের টোকিও ভ্রমণের সময় রোবটটি এক সপ্তাহ ব্যবহার করেছেন সিএনবিসির এক প্রতিবেদক।

হানেদা এয়ারপোর্টে বাড়ায় পাওয়া যাচ্ছে রোবোহন। রোবটটির প্রতিদিনের ভাড়া বলা হয়েছে ১২ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য ভাড়া নিলে কিছু ছাড় দেয়া হবে।

সিএনবিসির প্রতিবেদক যখন রপ্পোংগি এলাকার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রোবটটি তাকে কাছেই মামান স্পাইডার স্কাল্পচারের শৈল্পিক ছবি' তোলার পরামর্শ দেয়, আবার টোকিও স্টেশন দিয়ে যাওয়ার সময় রেলওয় স্টেশনটির সাম্প্রতিক সংস্কার নিয়ে কথা বলা শুরু করে রোবোহন। গ্রাহক একা থাকলে সহায়ক এই সঙ্গী রোবটটি তার জন্য ছবি তুলে দেবে এবং কমান্ড শুনে নাচতে পারে বলেও জানানো হয়েছে ।

## মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা। যেকথাটি সত্যি বলে মেনে নেবে মোবাইলের লাই ডিটেক্টর, তার পাশে সবুজ টিক চিহ্ন দেখা দেবে আর মিথ্যে বলে মনে হলে তার পাশে লাল কাটা দাগ দেবে। পরস্পরবিরোধী তিনটি ভিন্নধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে ওই অ্যাপের সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অ্যানড্রয়েড স্মার্টফোনের জন্য ডিজাইন করা অ্যাপটি নিয়ে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

অনুবাদ পুরস্কার অনুষ্ঠান শুক্রবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি-নিজস্ব।

# কালো টাকা সাদার সুযোগ প্রধানমন্ত্রীর শূন্য সহনশীলতা অঙ্গীকারের সাথে সাংঘর্ষিক ঃ টিআইবি

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৪।।প্রস্তাবিত বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগের বিষয়টি অসাংবিধানিক, বৈষম্যমূলক, দুর্নীতিবান্ধব ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত শূন্য সহনশীলতা নীতির পরিপন্থি বলে মনে করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।বাজেট ঘোষণার পর দিন শুক্রবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি এ কথা বলেছে।প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানোসহ কয়েকটি উদ্যোগকে টিআইবি সাধুবাদ জানালেও তারা মনে করে, 'সামগ্রিকভাবে ক্রমবর্ধমান সম্পদ ও আয় বৈষম্য নিরসনে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব না রেখে বরং অনিয়ম ও দুর্নীতির মহোৎসবের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করায় সম্পদ ও আয় বৈষম্য আরও বাড়বে।টিআইবি বলছে, কালো টাকা ব্যবহারের সুযোগপ্রাপ্ত খাতে দুর্নীতির একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সৎ পথে এসব খাতে আয় ও সম্পদ আহরণের সুযোগ ধূলিস্যাৎ হবে। এর প্রভাবে দুর্নীতির বিস্তৃতি ও গভীরতা আরও বৃদ্ধি পাবে।সেই সাথে বাজেটে সংকটাপন্ন ব্যাংক খাত সংস্কারে কার্যকর কোনো পথ নির্দেশ বা পরিকল্পনা না থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে টিআইবি।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড় ইফতেখারুজ্জামান বলেন,সুশাসন ও ন্যায্যতার পরিপন্থি হলেও দফায় দফায় কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়ে এসেছে একের পর এক সরকার। সংবিধান লঙ্ঘন ও দুর্নীতির প্রতি প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত শূন্য সহনশীলতার পরিপন্থি হলেও এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে এ অনিয়মকে বাদ না দিয়ে বরং এর পরিধি আরও বাড়ানো হয়েছে। ফ্ল্যাটের পাশাপাশি এবার জমি কেনাকেও যোগ করা হয়েছে।তিনি আরও বলেন, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্কে শিল্প স্থাপনে ১০ শতাংশ কর দিয়ে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগ করা যাবে। সেই সাথে এবার প্রথমবারের মতো এ অবৈধ বিষয়টিকে পাঁচ বছরের জন্য বৈধতার প্রস্তাব করা হলো। 'অর্থাৎ দুর্নীতির মহোৎসব ও বিচারহীনতাকে পাঁচ বছর মেয়াদি লাইসেন্স দেয়া হলো। ড় জামানের মতে, কেবলমাত্র ১০ শতাংশ হারে কর দিয়ে অবৈধ আয়কে বৈধতা দেয়ার অর্থ সমাজে বৈধভাবে উপার্জন করাকে নিরুৎসাহিত করা, যা চরম বৈষম্যমূলক। কারণ সৎ পথে উপার্জনকারীকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কর দিতে হয়। দুর্নীতির কাছে রাষ্ট্রের এ আত্মসমর্পণ কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে তা সরকারকে অনুধাবন করতে আহ্বান জানাই। অন্যদিকে, রেকর্ড পরিমাণ খেলাপি ঋণ, অনিয়ম, দুর্নীতি ও যোগসাজশের অপসংস্কৃতিতে ধুঁকতে থাকা সংকটাপন্ন ব্যাংক খাত সংস্কারে বাজেটে সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্যোগ না থাকায় তা এ খাতকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে, যোগ করেন তিনি। ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় ঋণের বিষয়ে উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে ড় জামান বলেন,বিশাল অঙ্ক ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে এমন বৃহৎ প্রকল্পগুলোতে অর্থের যথার্থ ব্যয় এবং কার্যকর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে প্রস্তাবিত বাজেটে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা ও প্রস্তাবনা না থাকা অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের শূন্য সহনশীলতা অঙ্গীকারের সাথে সাংঘর্ষিক।বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের (বিসিসিটিএফ) জন্য কোনো বরাদ্দ না করায় হতাশা প্রকাশ করে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির প্রেক্ষিতে বাজেটে কোনো বরাদ্দ না রাখাটা একবারেই অযৌক্তিক এবং উল্টো পথে হাঁটার সামিল। বিসিসিটিএফে কমপক্ষে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ নিশ্চিত করার পাশাপাশি জলবায়ু বাজেটে ঝুঁকিপূর্ণ খাত ও এলাকা চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকারসহ ব্যয়িত অর্থের ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে কৌশলগত দিক-নির্দেশনার দাবি জানান তিনি।

## বাজেটে শুধু উচ্চবিত্তদের সুবিধা বাড়ানো হয়েছে ঃ সিপিডি

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৪।।২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শুধু উচ্চবিত্তদের সুবিধা বাড়ানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

শুক্রবার রাজধানীর গুলশানস্থ এক হোটেলে বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন,এই বাজেট গরিবের বাজেট নয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতিহারে বলা হয়েছিল পরবর্তী বাজেট হবে গরিবের জন্য। কিন্তু এই বাজেটে নির্বাচনী ইশতিহারের প্রতিফলন ঘটেনি।বৃহস্পতিবারের জাতীয় বাজেট নিয়ে সিপিডির আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনায় তিনি আরও বলেন, বিকাশমান মধ্যবিত্তরা অর্থনীতির চালিকা শক্তি, কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে তাদের গুরুত্ব দেয়া হয়নি।দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন,বাজেটে মধ্যবিত্তদের সুবিধা না বাড়িয়ে উচ্চবিত্তদের সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে সমাজে বৈষম্য আরও বাড়বে।ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা আসবে যদি স্বাধীন কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু সুবিধাভোগী শ্রেণি এটি সমর্থন করে না। অপশক্তির পক্ষে গেছে প্রস্তাবিত এই বাজেট, যোগ করেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জাতীয় সংসদে পাঁচ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকার বাজেট উপস্থাপন করেন, যা দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বাজেট।

## রাজনৈতিক অশান্তির জেরে উত্তপ্ত তুফানগঞ্জ

তুফানগঞ্জ, ১৪ জুন (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জে ফের রাজনৈতিক অশান্তির জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রলরামপুর এলাকায় তুফানগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ছামিউল ইসলামের বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। আবার, কোচবিহার থেকে দেওচড়াইয়ে নিজের বাড়িতে ফেরার সময় মারুগঞ্জ এলাকায় দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ফাহরুখ মন্ডলের উপর হামলা করা হয় বলে

পাচের পাতার পর

## ঝড়ের দাপটে গাছ ভেঙে মৃত ২, আহত ১

মুম্বই, ১৪ জুন (হি. স.) : বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার জেরে গাছ ভেঙে পড়ে বৃহস্পতিবার থেকে এখনও পর্যন্ত মুম্বইয়ে মৃত্যু হয়েছে দু''জনের। আহত হয়েছেন আরও এক ব্যক্তি। গত কয়েক দিন ধরেই মুম্বই ও আশেপাশের এলাকায় প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হচ্ছে। গাছ ভেঙে পড়ে মৃতদের মধ্যে রয়েছেন শৈলেশ মোহনলাল রাঠোর (৩৮) এবং অনিল ঘোসলকর (৪৮)।

বৃহণমুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি)-এর বিপর্যয় মোকাবিলা ইউনিটের এক কর্তা বলেন, 'শুক্রবার সকাল সাড়ে

পাচের পাতার পর

## পতাকা ছেঁড়ার প্রতিবাদ করায়, বিজেপিকর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দুর্গাপুর, ১৪ জুন(হি.স.): ফের উত্তপ্ত পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর। দলীয় পতাকা ছেঁড়ার প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ানোয় বিজেপিকর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুর মুচিপাড়া এলাকায়। ঘটনায় আহত হয়েছে ৮ জন। তাদের মধ্যে ৪ জন আশঙ্কাজনক।

ঘটনায় জানা গেছে, ফলাফল ঘোষনার পর থেকে দুর্গাপুর মুচিপাড়ার রুইদাস পাড়া এলাকায় বিজেপির কিছু পতাকা বাঁধা ছিল। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে কয়েকজনকে ওইসব পতাকা ছিঁড়ে ফেলতে দেখে বিজেপিকর্মীরা। আহত এনটিএস মন্ডলের শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ বিশ্বাজিত দাস জানান,' রাত তখন ১১ টা। তৃণমূলের একদল যুবক আমাদের পতাকা ছিঁড়তে শুরু করে। তারই প্রতিরোধ করা হয়। ওইসময় তৃণমূলের খোকন রুইদাসের নেতৃত্বে জনা বিশেক তৃণমূলকর্মী লাঠি রড নিয়ে চড়াও হয় আমাদের ওপর। আমার মাথা ফেটে যায়। মহিলাদের ওপর লাঠি নিয়ে মারধর করে।'

তিনি আরও বলেন,' বুথ ভিত্তিক ফলাফলে এলাকায় তৃণমূল অনেক পিছিয়ে। এছাড়াও বিজেপির প্রভাব বাড়ছে তাই এভাবে হামলা চালাচ্ছে। আমার পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।' ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর এনটিপিএস থানার পুলিশ। পরিস্থিতি সামল দেয়। ঘটনায় আহত হয় ৮ বিজেপিকর্মী। আহতদের দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার মধ্যে ৪ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়। বাকি ৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করে। এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের খোকন রুইদাস।তিনি বলেন,' বিজপের নিজেদের গোষ্ঠীকোন্দল।' অন্যদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## বিজেপি নেতার প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে মাওবাদী পোস্টারে

বাঁকুড়া: ১৪ জুন (হি. স.) : বিজেপি নেতার প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ''মাওবাদী নামে '' পোষ্টার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানা এলাকার বেনিয়াশোল গ্রামে। শুক্রবার সকালে স্থানীয় এক বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে থেকে উদ্ধার হয় ওই পোস্টার।ওই গ্রামের বিজেপি নেতা মহেশ্বর সাহার নাম করে সাদা কাগজে নীল কালিতে লেখা পোষ্টারে তাকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ওই পোষ্টারে লেখা রয়েছে, ''মহেশ্বর সাহা তোর জীবনের শেষ দেন ১৬ই জুন''। একই সঙ্গে পোষ্টারের নিচের দিকে ''জয় বাংলা'' ও ''মাওবাদী জিন্দাবাদ'' লেখা রয়েছে। আর এই ঘটনায় শাসক দলের যোগ রয়েছে বলে ওই বিজেপি নেতা অভিযোগ করেছেন।

২০১১ পূর্ববর্তী সময়ে তালডাংরা বিধানসভা এলাকার এই অঞ্চলটি মাওবাদী উপদ্রুত হিসেবে পরিচিত ছিল। সেই সময় এখানকার এক সিপিএম নেতা মাওবাদীদের হাতে খুন হন বলেও অভিযোগ। পরে ২০১১ সালে রাজ্যে ''পরিবর্তনে''র সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাওবাদীরা পিছু হটে। ফের এই এলাকায় মাওবাদীদের নাম করে বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে হুমকি পোষ্টার পড়ায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এই হুমকি পোষ্টার পাওয়ার পর প্রাণের ভয়ে গোপন আস্তানা থেকে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে পাঠানো ভিডিও বার্তায় বিজেপি নেতা মহেশ্বর সাহা বলেন, এদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তার মা প্রথম এই পোষ্টার গুলি দেখতে পান। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় সিমলাপাল ব্লক অফিসে তাকে তৃণমূল মারধোর করেছিল বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, শাসক দল চাইছে এই এলাকা থেকে তাকে সরিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে। একই সঙ্গে মাওবাদীদের নামে হুমকি পোষ্টারটি শাসক দলের তরফেই দেওয়া হয়েছে বলে তার অভিমত। বিজেপি নেতার এই অভিযোগ তৃণমূলের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। তৃণমূল নেতা মনসারাম লায়েক বলেন, মহেশ্বর সাহা তেমন কোন পরিচিত নেতা নন। এই হুমকি পোষ্টার মাওবাদীদের তরফে দেওয়া হয়নি বলেই তিনি মনে করেন। একই সঙ্গে এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোন যোগ নেই দাবী করে তিনি বলেন, এমন হতে পারে কারো সঙ্গে ওনার ব্যক্তিগত শত্রুতা কারনে কেউ করেছেন। জয়প্রিয়তা পাওয়ার জন্য মহেশ্বর সাহা নিজেও কাওকে দিয়ে এমন কাণ্ড করতে পারেন বলে মনসারাম লায়েক মনে করেন। একই সঙ্গে তিনি পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দেন পোষ্টার কাণ্ডে তাদের দলের কেউ কোনভাবে যুক্ত নন। এবিষয়ে বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও বলেন, এবিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি। বিষয়টি পুলিশের পক্ষ থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

## পুলওয়ামায় প্রত্যাঘাত সুরক্ষা বাহিনীর, অবন্তীপোরায় এনকাউন্টারে খতম দু'জন লস্কর-ই-তৈবা সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ১৪ জুন (হি.স.): ফের প্রত্যাঘাত ভারতীয় সুরক্ষা বাহিনীর। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরায় দু'জন লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিকে নিকেশ করল ভারতীয় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)ঊ অবন্তীপোরার ব্রাও বান্দিনা এলাকার ঘটনাঊ সাময়িকের জন্য গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদঊ নিহত দুই সন্ত্রাসবাদীর নাম হল, ইরফান আহমেদ এবং তাস্সাদুক শাহ।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার ব্রাও বান্দিনা এলাকায় বেশ কয়েকজন জঙ্গি লুকিয়ে থাকার খবর গোপন সূত্রে জানতে পেরে সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশঊ খবর পাওয়া মাত্রই শুক্রবার সকাল থেকে অভিযান শুরু করে সুরক্ষা বাহিনীঊ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হয়। জঙ্গিরা ওই এলাকায় লুকিয়ে ছিলঊ তবে, সংখ্যায় তারা কতজন তা এখনও স্পষ্ট নয়ঊ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলতেই যৌথবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরাঊ পাল্টা জবাব দেয় যৌথবাহিনীওঊ দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই শেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু'জন লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি) জঙ্গিঊ আরও কোনও জঙ্গি ওই এলাকায় লুকিয়ে আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে নিরাপত্তা বাহিনীঊ জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে অবন্তীপোরায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়ঊ শুক্রবার গুলির লড়াইয়ে দু'জন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছেঊ নিহত জঙ্গিরা স্থানীয় এবং লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল।

## ছত্তিশগড়ে কর্তব্যরত অবস্থায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা পুলিশ কন্সটেবলের

রায়গড়, ১৪ জুন (হি.স.): কর্তব্যরত অবস্থায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা পুলিশ কনস্টেবলের। ঘটনাটি ঘটেছে, ছত্তিশগড়ের রায়গড় জেলার ঘারঘোরা পুলিশ স্টেশনে। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

ছত্তিশগড়ের রায়গড় জেলার ঘারঘোরা পুলিশ স্টেশনে কর্তব্যরত অবস্থায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন এক পুলিশ কনস্টেবল। কন্সটেবলের নাম, অজয় গুপ্তা। তাঁর বয়স ২৬ বছর। তিনি শুক্রবার ঘারঘোরা পুলিশ স্টেশনে ক্ষতিকর কীটনাশক খান বলে স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তারপর তাঁর সহকর্মীরা অর্থাৎ অন্যান্য পুলিশ তাঁকে স্থানীয় কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে

পাচের পাতার পর

## চিকিৎসকদের চেষ্টা ব্যর্থ, মাওবাদী হামলার আহত সিআরপিএফ কমান্ডোর মৃত্যু হল এইমসে

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.): ঝাড়খন্ডে মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে আহত সিআরপিএফ জওয়ান সুনীল কালিতার মৃত্যু হল নয়াদিল্লি এইমসে (এআইআইএমএস হাসপাতালে)। শুক্রবার সিআরপিএফ-এর পক্ষ থেকে একথা ঘোষণা করা হয়। সিআরপিএফ-এর অভিজাত জাঙ্গল-ওয়ারফেয়ার ব্যাটেলিয়ন কোবরা বাহিনীর (কমান্ডো ব্যাটেলিয়ন ফর রিজোলিউট অ্যাকশন) ২০৯তম ব্যাটেলিয়নে কর্মরত ছিলেন কনস্টেবল সুনীল কালিতা (৩২)। অ্যাডভান্সড চিকিৎসার জন্য গত ৪ জুন রাঁচি হাসপাতাল থেকে এয়ারলিফ করে তাঁকে দিল্লির এইমসে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু, শেষরক্ষা হল না। চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় তাঁর।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ মে ঝাড়খন্ডের সেরাইকেলা খারসাওয়ান জেলার জঙ্গলে পেট্রোলিংয়ের সময় মাওবাদীদের ছোঁড়া আইইডি বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন কোবরা বাহিনীর ২০৯তম ব্যাটেলিয়নে কর্মরত ছিলেন কনস্টেবল সুনীল কালিতা (৩২)। প্রথমে রাঁচি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু, সেখানে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকায় গত ৪ জুন তাঁকে এয়ারলিফ করে অ্যাডভান্সড চিকিৎসার জন্য দিল্লির এইমসে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সেনা সূত্রের খবর, মাওবাদী হামলার দিন দুঃসাহসের সঙ্গে নিজের সহকর্মীদের বিস্ফোরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন সুনীল। গুরুতর আহত হন তিনি নিজেই। ২০১১ সালে সিআরপিএফ-এ যোগ দেন অসমের কামরূপের বাসিন্দা সুনীল কালিতা। ২০১৬ সালে কোবরা বাহিনীতে নিযুক্ত হন তিনি এবং ঝাড়খন্ডে অ্যান্টি-নকশাল অভিযানে পোস্টিং হয় তাঁর।

## পুলওয়ামায় প্রত্যাঘাত সুরক্ষা বাহিনীর, অবন্তীপোরায় এনকাউন্টারে খতম দু'জন সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ১৪ জুন (হি.স.): ফের প্রত্যাঘাত ভারতীয় সুরক্ষা বাহিনীরঊ জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরায় দু'জন জঙ্গিকে নিকেশ করল ভারতীয় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)ঊ অবন্তীপোরার ব্রাও বান্দিনা এলাকার ঘটনাঊ সাময়িকের জন্য গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদঊ নিহত দুই সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার ব্রাও বান্দিনা এলাকায় বেশ কয়েকজন জঙ্গি লুকিয়ে থাকার খবর গোপন সূত্রে জানতে পেরে সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশঊ খবর পাওয়া মাত্রই শুক্রবার সকাল থেকে অভিযান শুরু করে সুরক্ষা বাহিনীঊ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হয়ঊ জঙ্গিরা ওই এলাকায় লুকিয়ে ছিলঊ তবে, সংখ্যায় তারা কতজন তা এখনও স্পষ্ট নয়ঊ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলতেই যৌথবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরাঊ পাল্টা জবাব দেয় যৌথবাহিনীওঊ দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই শেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু'জন জঙ্গিঊ নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছেঊ আরও কোনও জঙ্গি ওই এলাকায় লুকিয়ে আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে নিরাপত্তা বাহিনী।

## বিহারে ফের রাজনৈতিক হিংসা, মুজফফরপুরে দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম দু''জন আরজেডি নেতা

মুজফফরপুর (বিহার), ১৪ জুন (হি.স.): ফের রাজনৈতিক হিংসা বিহারে। এবার ঘটনাস্থল বিহারের মুজফফরপুরের কান্তি। মুজফফরপুরের কান্তিতে দুষ্কৃতী হামলার শিকার হলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর স্থানীয় দু''জন নেতা। অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা দু''জন আরজেডি নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। দুষ্কৃতী হামলায় গুরুতর

পাচের পাতার পর

## ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের-এ নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম দু''জন মাওবাদী উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

রায়পুর, ১৪ জুন (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত কাঙ্কের জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু''জন মাওবাদী। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। তবে, নিহত মাওবাদীদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু''টি এসএলআর রাইফেল, একটি .৩০৩ রাইফেল, একটি .৩১৫ রাইফেল এবং গোলাবারুদ।

মাওবাদী নিকেশ অভিযান প্রসঙ্গে শুক্রবার সকালে ডিআইজিপি (মাওবাদ-বিরোধী অভিযান) পি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কাঙ্কের জেলার তাড়োকি থানা এলাকায় (রায়পুর থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে) জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু''জন মাওবাদী। গুলির লড়াই শেষে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। নিহত মাওবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। পি সুন্দররাজ আরও জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রাতে বিশেষ অভিযান চলাকালীন কাঙ্কের জেলার তাড়োকি থানার অন্তর্গত মালেপাড়া এবং মুর্নার গ্রামের মাঝে গভীর জঙ্গলে জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) বাহিনী ও মাওবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে চলা গুলির লড়াই শেষে দু''জন মাওবাদী খতম হয়েছে। রাজ্যের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (মাওবাদ-বিরোধী অভিযান) গিরধারী নায়েক জানিয়েছেন, গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু''টি এসএলআর রাইফেল, একটি .৩০৩ রাইফেল, একটি .৩১৫ রাইফেল এবং গোলাবারুদ।

## কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখায় প্রবেশ করতে চেষ্টা করায় গ্রেফতার চার

শ্রীনগর, ১৪ জুন (হি.স.) : সদ্য জঙ্গি সংগঠনে যোগদান করা দুই যুবক সহ চারজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে, বৃহস্পতিবার রাতে উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার বনিয়ার এলাকায়। শুক্রবার পুলিশের তরফ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার বনিয়ার এলাকায় সদ্য জঙ্গি সংগঠনে যোগদান করা দুই যুবক সহ চারজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ।বৃহস্পতিবার রাতে বনিয়ার এলাকায় ১৬১ টিএ আর্মি, বারামুল্লা পুলিশ এবং ৩৫ সিআরপিএফ দুই যুবকসহ চারজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতরা নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরোনোর চেষ্টা করাতেই এদের গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এক সেনা অফিসার এই চারজনের গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ধৃতদের নাম, আদিল আহমেদ দাড় (২২), তাহির শামিম লোন (১৯), সমীর ভাট (১৮), নাভিদ পাররা (১৯). আদিলের বাড়ি হারদু হাঙ্গির যারিপাড়া কুলগামে, তাহির কাপড়েন শোপিয়ানের বাসিন্দা, সমীরের বাড়ি সীর দাড়ি সোপোরে, নাভিদের বাড়ি ট্যাপার পাট্টানে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## 'যারা আমাদের প্রাণ বাঁচান, তাঁদের সুরক্ষার দায়িত্ব আমাদের ঃ দেব

কলকাতা,১৪ জুন (হি.স.) : এনআরএসের আন্দোলনরত চিকিৎসকদের পাশে রয়েছেন বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ। এবার এনআরএস কান্ড নিয়ে সরব হলেন তারকা সাংসদ দেবওঊআজ শুক্রবার টুইট করে চিকিৎসকদের পাশে দাড়ানোর আশ্বাস দিলেন দেবঊতিনি টুইট করে লিখেছেন, 'যারা আমাদের প্রাণ বাঁচান তাঁরা কেন বারবার মার খাবেন? তাঁদের সুরক্ষার দায়িত্ব আমাদের। আবার তারই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ অসুস্থ মানুষ ডাক্তারবাবুদের দিকে তাকিয়ে, আপনারা পাশে না দাঁড়ালে তারা অসহায়। সবার শুভবুদ্ধি ফিরে আসুক, সমস্যার সমাধান চাই।

পাচের পাতার পর

শুক্রবার সকালে বৃষ্টিতে রাজধানীর আগরতলা শহরে রাস্তাঘাট জলমগ্ন। ছবি- নিজস্ব।

## ছত্তিশগড়ে কর্তব্যরত অবস্থায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা পুলিশ কন্সটেবলের

রায়গড়, ১৪ জুন (হি.স.): কর্তব্যরত অবস্থায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা পুলিশ কনস্টেবলের। ঘটনাটি ঘটেছে, ছত্তিশগড়ের রায়গড় জেলার ঘারঘোরা পুলিশ স্টেশনে। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

ছত্তিশগড়ের রায়গড় জেলার ঘারঘোরা পুলিশ স্টেশনে কর্তব্যরত অবস্থায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন এক পুলিশ কনস্টেবল। কন্সটেবলের নাম, অজয় গুপ্তা। তাঁর বয়স ২৬ বছর। তিনি শুক্রবার ঘারঘোরা পুলিশ স্টেশনে ক্ষতিকর কীটনাশক খান বলে স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তারপর তাঁর সহকর্মীরা অর্থাৎ অন্যান্য পুলিশ তাঁকে স্থানীয় কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গুপ্তাকে গত চার মাস আগে ঘারঘোরা পুলিশ স্টেশনে বদলি করা হয় বলে ঘারঘোরা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি। কন্সটেবলের মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে দুজন ব্যক্তিকে গুলি করে খুনের অভিযোগ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.): দুজন ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠল এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে, শুক্রবার উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে শুক্রবার দুজন ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠলো এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে। মৃতদের নাম, খুরভেশ (৪০), কাঞ্চি (২৮). তাঁরা দুজনেই নান্দ নাগরির বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ আরও জানিয়েছেন, খুরভেশ-র নামে জাতীয় রাজধানীতে ৪১টি কেস ছিল। তার নামে পুলিশের রেকর্ডে "খারাপ চরিত্র" হিসেবে মার্ক করা আছে। অন্যদিকে কাঞ্চি-র নামে মামলা রুজু করা ছিল। ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (উত্তর-পূর্ব) অতুল কুমার ঠাকুর জানিয়েছেন, শুক্রবার ১২.১২ নাগাদ পুলিশ এই দুর্ঘটনার খবর পায়। ডিসিপি আরও বলেন, আহত দুজনকে ঘটনাস্থল থেকে গুরু টেগ বাহাদুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এক বর্ষীয়ান পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মৃতদের সাত থেকে আট রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। ঠাকুর জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণেই ঘটনাটি ঘটেছে।ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি প্রাসঙ্গিক সেকশনে ভারতীয় দণ্ডবিধি মামলা রুজু করেছে।

## বহিরাগতদের ছোঁড়া পাথরে আহত ডাক্তারির ছাত্র

কলকাতা, ১৪ জুন (হি.স.) : বহিরাগতদের ছোঁড়া পাথরে এবার আহত হলেন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এক ডাক্তারির ছাত্র। পাথর বা ইট জাতীয় কিছু ছোঁড়া হয়েছে বলে অনুমান। মাথা ফেটে গেছে ফোর্থ সেমিস্টারের ওই ছাত্রের। আহত ছাত্রের নাম অভিষেক কুমার।গত সোমবার সন্ধ্যায় রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে নীল রতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল চত্বর। সেদিন মৃত্যু হয়েছিল ৮৫ বছরের মহম্মদ সাহিদের। চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ আনে পরিবার। এরপর নিমেষেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। ইন্টার্ন এবং জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় রোগীর পরিজনদের। তাঁদের ছোঁড়া ইটের আঘাতে মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোভ ভাঙে এনআরএস হাসপাতালের ইন্টার্ন পরিবহ মুখোপাধ্যায়ের। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে এখন ভালো রয়েছেন ২৬ বছরের এই তরুণ। কিন্তু পরিবহর উপর আক্রমণের রেশ কাটার আগেই ফের আক্রান্ত এক ডাক্তারির ছাত্র। যখন ডাক্তারদের নিরাপত্তার দাবিতে উত্তাল গোটা বাংলা তখনই পাথর বা ইটের আঘাতে মাথা ফাটল ন্যাশনাল মেডিক্যালের ফোর্থ সেমেস্টারের ছাত্র অভিষেক কুমারের। রাজ্য জুড়ে ডাক্তারদের নিরাপত্তার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন বিভিন্ন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের ইন্টার্ন এবং জুনিয়র ডাক্তাররা। পাশে দাঁড়িয়েছেন সিনিয়র ডাক্তাররাও। একের পর এক ইস্তফা দিয়ে চলেছেন তাঁরা।

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## ইস্তফা দিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল

শিলিগুড়ি,১৪ জুন (হি.স): শুক্রবার ইস্তফা দিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল। সেই সঙ্গে ইস্তফা দিলেন মনোরোগ বিভাগের প্রধান নির্মল বেরা সহ ৭ জন চিকিৎসক। এদিনই শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা পথে নেমে প্রতিবাদ মিছিল করেন।

দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়া চিকিৎসকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে এবং নিরাপত্তার দাবিতে কলকাতার স্বাস্থ্য ভবনে ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন তাঁরা । ইস্তফা দিয়েছেন হাসপাতালের মনরোগ বিভাগের প্রধান নির্মল বেরা । এবং ওই বিভাগেরই সহকারী প্রধান উত্তম মজুমদার । ইস্তফা দেওয়ার কারণ হিসাবে নিরাপত্তার গাফিলতিকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন তাঁরা । জানিয়েছেন, তাঁরা পরিষেবা দিতে প্রস্তুত । কিন্তু, এর আগে সরকারকে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে । প্রশাসনের উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রশ্ন, 'যদি আমরাই না বাঁচি, তাহলে মানুষের প্রাণ বাঁচাব কীভাবে'? ইস্তফা দিয়ে নির্মল বেরা বলেন, 'সরকারের এই অসহিষ্ণু মনোভাব, ডাক্তারদের নিরাপত্তার অভাব, জুনিয়র ডাক্তারদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ। এর পাশাপাশি এখন রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার যে পরিবেশ তাতে কাজ করা যায় না। তাই বিভাগীয় প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিলাম। ইস্তফা পত্র অধ্যক্ষের কাছে পাঠিয়েছি'।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের পাশাপাশি শুক্রবার ইস্তফা দিয়েছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর প্রধান। সকলের একটাই বক্তব্য, 'যে পরিকাঠামোয় আমাদের কাজ করতে হচ্ছে, তা কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে'।

শুরুটা হয়েছিল এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ থেকেই। মুখ্যমন্ত্রীর 'হুঁশিয়ারি'র পর আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। বৃহস্পতিবারই ইস্তফা দিয়েছিলেন এনআরএস হাসপাতালের প্রিন্সিপাল এবং সুপার।

সারা রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ১৭০ জন প্রফেসর ডাক্তার ইস্তফা দিয়েছেন বলে খবর। পাশাপাশি এসএসকেএম হাসপাতালের ১৭৫ জন ডাক্তার এবং এনআরএস হাসপাতালের ১০০ জন ডাক্তার গণ ইস্তফা দিয়েছেন। এ ছাড়াও ইস্তফা দিয়েছেন আরজিকরের ১২৬ জন ডাক্তার। জুনিয়র ডাক্তারদের পাশাপাশি এ বার গণ ইস্তফায় সামিল হয়েছেন সিনিয়র ডাক্তার এবং প্রফেসররাও। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজেও ইস্তফা দিয়েছেন মেডিসিন বিভাগের ১৬ জন চিকিৎসক। ইস্তফা দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের ১৮ জন চিকিৎসকও। কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ২০ জন সিনিয়র ডাক্তার ইতিমধ্যে ইস্তফা দিয়েছেন। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত এই রাজ্যে ৬২৫ জন চিকিৎসক ইস্তফা দিলেন।

## দলে থেকে বেইমানি করবেন না হুংকার শতাব্দীর

সিউড়ি, ১৪ জুন (হি.স.) : "নীল সাইকেলে চড়ে বুথে গিয়ে আপনারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন"। সাঁইথিয়া বিধানসভার কৃতজ্ঞতা বৈঠকে কর্মীদের এমনভাবেই সত্যের মুখোমুখি করলেন সাংসদ শতাব্দী রায়। লোকসভা নির্বাচনে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে তৃতীয় বারের জন্য সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন ঠিকই। কিন্তু অন্যান্য বারের মতো সব বিধানসভায় তিনি জিততে পারেন নি। এবারের লোকসভা নির্বাচনে সাংসদ শতাব্দী রায় তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের চারটি বিধান সভায় হেরে গেছেন। আর সেই নিয়েই বীরভূমে এসে একের পর কর্মীসভায় দলীয় কর্মীদের দিকে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছে তিনি। শুক্রবার সিউড়ি কড়িধ্যা গ্রামে একটি কর্মীসভায় কর্মীদের বললেন, "আমি চারটি বিধানসভায় পিছিয়ে আছি। এই হারও আমারও। কিন্তু হার থেকেই আবার আমরা জয়ের মুখ দেখব। সেটাই আনন্দ।" শতাব্দী এবার বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের যে চারটি বিধানসভা এলাকায় হেরে গেছেন তাঁর মধ্যে রয়েছে সিউড়ি ও সাঁইথিয়া বিধানসভা এলাকায়। সাংসদ হওয়ার পর এবারই তিনি প্রথম বীরভূম এলেন এবং দুটি হেরে যাওয়া জায়গায় গিয়ে কর্মীদের সভা করলেন। সেই সঙ্গে দলের একাংশ কর্মীদের বেইমান, মীরজাফর বলে তিরস্কৃত করেন শতাব্দী রায়। তিনি বলেন, "আপনারা অন্য দলকে সমর্থন করতেই পারেন। কিন্তু দয়া করে দলে থেকে বেইমানি করবেন না। যারা অন্য দলে যাচ্ছেন তারা টাকার জন্য যাচ্ছেন। তাদের আরও চাওয়া পাওয়ার লোভ রয়েছে। দলে থেকে, মিছিলে যোগ দিয়ে, ফ্ল্যাগ নিয়ে দৌড়ে বেইমানি করবেন না। বেইমানদের ভগবানও ক্ষমা করে না। আপনি বা কেউ না থাকলেও দল টিকে থাকবে। আপনারা আমাকে ভোট না দিলেও আমি গতবারের থেকে বেশি ভোটে জিতেছি। এখানে যারা দু-চারজন উপস্থিত রয়েছেন তারা ভোট না দিলেও আমার কিছু এসে যায়নি। তাতেও জিতেছি। আগামী দিনেও জিতব।" এদিকে এদিনই তিনি সিউড়িতে একটি কর্মীসভায় দলের বেশ কিছু নেতা কর্মীর দিকে কটাক্ষ বার্তা ছুড়ে দেন। তাদের যে তিনি চিনে গেছে সেটাও বলে দেন। তিনি বলেন, "ব্লক সভাপতি স্বর্ণময় সিং বলেছেন তিনি মীরজাফরদের চিহ্নিত করেছেন। আমি প্রশ্ন করি ভোটের আগে করেননি কেন। কেউ যদি অন্যদলে যান, সম্মানের সঙ্গে যান। পরে বুঝবেন গিয়ে কী হল। কিন্তু দলে থেকে বেইমানি করবেন না।" তবে লোকসভায় বিজেপির কাছে ভারাডুবির পর এবার বিধানসভা নির্বাচনে নিজের দলকে জেতানোর জন্য এখন থেকেই প্রায় ময়দানে নেমে পড়েছেন সাংসদ শতাব্দী রায়।

## জিরানীয়া শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ছাত্রের সাফল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** ত্রিপুরা ম্যাথমেটিকেল সোসাইটি পরিচালিত ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে রানিরবাজার সেন্টারে অনুষ্ঠিত এপটিটিউট টেস্টে জিরানীয়া শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ছাত্র স্বর্গরাজ ভৌমিক প্রথম স্থান অধিকার করেছে। স্বর্গরাজের বাবা বাবুল চন্দ্র ভৌমিক স্কল কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। স্কুলের ডিরেক্টর দীনবন্ধু দাস, স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা তার সাফল্যের জন্য তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছে।

## বাজেট সমালোচনাকারীদের মানসিক অসুস্থতা রয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুন ১৪।। সংসদে পেশ হওয়া জাতীয় বাজেটের সমালোচনাকারীদের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কিছু লোক আছে যারা মানসিক অসুস্থতার জন্য সবকিছু নেতিবাচক চোখে দেখে।

তিনি বলেন,কিছু মানুষ আছে, যাদের মানসিক অসুস্থতা রয়েছে্তাছাড়া অন্য কিছু নয়। যখন একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে এবং উন্নয়ন হচ্ছে্তারা এসবের মধ্যে ভালো কিছু দেখে না। এটা এক ধরনের (মানসিক) অসুস্থতা।

শুক্রবার বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল অসুস্থ থাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন,আমি জানি না তারা (গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো) কী গবেষণা করছে। প্রধান কথা হলো সাধারণ মানুষ এতে খুশি কি না, তাদের জন্য ভালো কিছু করছি কি না।আমি জানি না তারা গবেষণার মাধ্যমে দেশের জন্য কী বয়ে আনবে। আমাদের লক্ষ্য উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করা। আমরা এ জন্য কাজ করে যাচ্ছি, যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা আরও বলেন,যারা সমালোচনা করছেন, তাদের করতে দেন। তারা ভালো কিছু বললে গ্রহণ করব, আবার খারাপ কিছু বললে গ্রহণ করব না।

## এনআরএস-র পাশে দাঁড়ালো কলকাতা পুরসভার চিকিৎসকরা

কলকাতা, ১৪ জুন (হি.স.): এবার এনআরএস-র পাশে দাঁড়াল কলকাতা পুরসভার চিকিৎসকরাঊ রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার দাবিতে চিকিৎসকরা যে কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছেন পুরসভার চিকিৎসকরা তাতে সমর্থন জানিয়েছেন। ১৫০ জন পুরচিকিৎসক শুক্রবার পুরভবনে স্বাস্থ্য বিভাগের মুখ্য আধিকারিক মনিরুল ইসলাম মোল্লার কাছে গিয়ে একটি স্মারকলিপি দেন। এদিন স্মারকলিপিতে এনআরএস হাসপাতালে জুনিয়ার ডাক্তারদের উপর আক্রমনের করা নিন্দা করে, তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ সহ পুরস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জানানো হয়েছেঊ এর পাশাপাশি পুরস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন তারা। চিকিৎসকদের তরফে ডাক্তার মানস সোম বলেন, "পুরচিকিৎসকদের কোনদিন তেমনভাবে হেনস্থার স্বীকার না হতে হলেও, সমাজবিরোধীদের ডাক্তারদের উপর আক্রমণ দিন দিন যেভাবে বাড়ছে, তাতে আমরা শঙ্কিত"। ১৫০ জন পুরচিকিৎসক কয়েকদিনের জন্য ক্যাস্যুয়াল লিভ নিয়েছেন বলেও তিনি জানান। তবে মুমূর্ষু রুগী পুরস্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসলে তাদের চিকিৎসা করা হচ্ছে। এই বিষয়ে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ বলেন, "এনআরএস হাসপাতালের ডাক্তারদের প্রতি আমার সহমর্মিতা রয়েছে"। ডাক্তার নিগ্রহের প্রেক্ষিতে পুরস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি সঙ্গত বলেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, "প্রতিটি পুরস্বাস্থ্যকেন্দ্রেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রয়েছে। নিরাপত্তা আরও কঠোর করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে"।

## প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

শুক্রবার সকাল থেকে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি, স্বস্তি ফিরিয়ে আনল জন জীবনে। গত বেশ কয়েকদিন ধরে মাত্রাতিরিক্ত গরমের ফলে এক অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। মাত্রাতিরিক্ত গরমের ফলে মানুষ একপ্রকার নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। এই গরমে একটু স্বস্তির সন্ধানে ছিল সাধারণ মানুষ। এরই মধ্যে শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয় হাল্কা ও মাঝারি বৃষ্টি। সকাল থেকে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির ফলে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এসেছে জন জীবনে। সাধারণ মানুষের বক্তব্য বৃষ্টি নেমে আসায় ভালো হয়েছে। হাঁসফাঁস গরম অসহনীয়। বৃষ্টি হলে ভালো। বৃষ্টি হলে রাস্তাঘাটে জল থাকে তারপরও বৃষ্টি ভালো।

## প্রতিবাদ

● প্রথম পাতার পর

ডা. পরিবাহ মুখার্জির সাথে যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা চিকিৎসকদের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। তিনি বলেন, চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যে সম্পর্কে দূরত্ব তৈরির চেষ্টা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। তাতে সুস্থ স্বাস্থ্য পরিষেবা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাঁর মতে, রোগীর পাশাপাশি চিকিৎসকদের জন্যও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাবা উচিত। তবেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা সম্ভব।

## বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

দেয়া হয় সাব্রুম থানায়। থানার ওসি কমলকান্তি চৌধুরী অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, মৃতার স্বামী সাব্রুম থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। তবে রাতে খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ এই হত্যাকান্ডের কোন ক্লু বের করতে পারেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে, গ্রামবাসীর আশঙ্কা পরিচত কেউ ওই মহিলাকে ধর্ষণ করেছে এবং মহিলা যাতে পরে মুখ খুলতে না পারে তাই তাকে হত্যা কারা হয়েছে।

## অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

শুধু তাই নয়, নিত্যযাত্রীরা নানা সমস্যার মুখে পড়েছিলেন। অবরোধকারীদের অবরোধ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানানো হলেও তারা ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত বাতিল না করা পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করবে না সাফ জানিয়েছে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর দুপুর দেড়টা নাগাদ পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ প্রত্যাহার হয়। পুলিশ অবরোধকারীদের মধ্যে দুই ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। এতে ছাত্ররা আইজিএম চৌমুহনি থেকে পশ্চিম থানার সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। এই পরিস্থিতি বিকেল চারটা পর্যন্ত সমানে চলছিল। তাদের তখন দাবি ছিল, আটক দুই ছাত্রকে মুক্তি দিলে তবেই তারা সেখান থেকে ফিরে যাবেন। শেষে পুলিশ ওই দুই ছাত্রকে মুক্তি দেয়। এরপরই ছাত্ররা বাড়ি ফিরে যান।

তবে পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। উমাকান্ত অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক সাফ জানিয়েছেন, ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা দফতরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটি এই নিয়ম চালু করেছে। তাতে পরিবর্তন বা বাতিলের কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলে, আবারও ছাত্র ভর্তি নিয়ে অশান্তি হতে পারে বলে ধারণা কররা হচ্ছে।

## প্রত্যাশা

● প্রথম পাতার পর

গোমতী আর মেঘনা নদীর দ্বারা ভারত-বাংলাদেশ এর মধ্যে শুরু হতে যাওয়া জলপথের মত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর চর্চা করবেন। সূত্রের আরো দাবি, রাজ্যে প্রতিবছর বন্যা সমস্যার সমাধানের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। নীতি আয়োগের বৈঠকে তা উপস্থাপন করে সহযোগিতা চাইবেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করার জন্য রোডম্যাপ তৈরি করে নীতি আয়োগের বৈঠকে আলোচনা করবেন।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র সাথে আলাদাভাবে দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়া, অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদের সাথেও দেখা করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। সূত্রের দাবি, তাঁদের সাথে আলাদাভাবে দেখা করে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে চর্চা করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

## রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যান সুকুমার মুখোপাধ্যায়, এম এল সাহা, অলকেন্দু ঘোষ, অভিজিৎ চৌধুরির মতো বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। সেখানে এখন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সিনিয়র ডাক্তারদের আলোচনা চলছে। মনে করা হচ্ছে রাজ্যে ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য পরিষেবা ফিরিয়ে আনতে সমাধান সূত্রের খোঁজেই এই বৈঠক।

জুনিয়র চিকিৎসকদের বিক্ষোভ চলছেই। চার দিন পরেও মেলেনি কোনও সমাধান সূত্র। রাজ্যপাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী কারও ডাকেই সাড়া দেননি বিক্ষোভকারীরা। গোটা রাজ্য জুড়ে কার্যত ভেঙে পড়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। চলছে গণ ইস্তফার ঢল। এরই মধ্যে কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক সুকুমার মুখোপাধ্যায়, মাখনলাল সাহা, অভিজিৎ চৌধুরী, অলেকেন্দু ঘোষ সমস্যার সমাধান সূত্র খুঁজতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করছেন। এঁদের সঙ্গে আছেন তৃণমূল কংগ্রেসের চিকিৎসক নেতা নির্মল মাঝি। চিকিৎসকদের পক্ষ থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার আর্জি করা হয়েছিল। সেই আর্জিতে সাড়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সন্ধে ছ'টায় বিশিষ্ট চিকিৎসকদের ডাকেন। এখন বৈঠক চলছে।

জানা গেছে, চিকিৎসকদের তরফে ছ'দফা দাবি পেশ করা হয়েছে। সেগুলি হল, 'মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমরা পদবী দেখে চিকিৎসা করি। মুখ্যমন্ত্রীকে সে বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। তারপর আলোচনা। মুখ্যমন্ত্রী না এলে আন্দোলন উঠবে না। আহত পরিবহ মুখোপাধ্যায়কে দেখতে যেতে হবে'। চিকিৎসকদের তরফে এই দাবি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকরা গণইস্তফা দিচ্ছেন।

## প্রস্তাবিত বাজেট জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে ঃ বিএনপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুন ১৪।। প্রস্তাবিত বাজেট জনগণের বিরুদ্ধে উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এ বাজেট চাপ ও বৈষম্য বৃদ্ধি করবে।

পাঁচ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট অতি উচ্চাভিলাষী উল্লেখ করে ফখরুল বলেন, এটি বাস্তবায়ন হলে সাধারণ জনগণের ওপর সরাসরি প্রভাব পড়বে এবং ধনীক শ্রেণি আরও ধনী ও গরিব আরও গরিব হবে। শুক্রবার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের পক্ষ থেকে বাজেট নিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় এ কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব। ফখরুল বলেন, দেশের জনগণ যেভাবে গত নির্বাচনকে মেনে নেয়নি, ঠিক সেভাবেই তারা বাজেটকেও মেনে নেবে না।

তিনি আরও বলেন, বাজেটে জনগণের ওপর ব্যাপকভাবে করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা মধ্যম ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের জনগণের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে।বাজেটের নানা বিষয়ে সমালোচনা করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, সরকার বাজেটে জনগণের প্রধান সমস্যাগুলোকে প্রাধান্য দেয়নি।

## ত্রিপুরার কৃতি সন্তান স্মরজিৎ গোস্বামী কলকাতায় প্রয়াত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** কলকাতা নিবাসী ত্রিপুরার সংগীত শিল্পী অভিনেতা স্মরজিৎ গোস্বামী পরলোক গমন করেছেন গত ৬ই মে বিকেল তিনটা নাগাদ। শিল্পী হিসেবে তিনি পুরস্কার ও সম্মানও পেয়েছেন। চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন। সঙ্গীত জগতের জনপ্রিয় শিল্পী অমর পাল, পূর্ণদাস বাউল, প্রল্লাদ ব্রহ্মচারী সহ বহু জনের সাথে গভীর যোগাযোগ ছিল। প্রয়াত স্মরজিৎ লোক সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে কলকাতায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। প্রয়াত এই শিল্পীর জন্ম আগরতলার প্রভুবাড়ীতে। তিনি ত্রিপুরার রাজগুরু, শিল্পী ও সাহিত্যিক সুবল প্রভু গোস্বামীর তৃতীয় তথা কনিষ্ঠ পুত্র। কয়েক বছর আগে তাঁর স্ত্রী পরলোকগত হয়েছেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছে ত্রিপুরা লাভার্স এসোসিয়েশন।

## ডাক্তাররা

● প্রথম পাতার পর

বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজভবনে তলব করেছেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। মমতা যাবেন কিনা, তা স্পষ্ট নয়। রাজ্যপাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। সাড়া পাইনি। তিনি আসলে কথা হবে।

## আটক শিশুসহ পাঁচজন

আটের পাতার পর

লিফটের দরজা ভেঙ্গে চারজনকে উদ্ধার করা হয়। তবে সারা প্রত্যেকেই সুস্থ্য আছেন। জানা গিয়েছে ওই লিফটের ভেতরে পাখা থাকার ফলে তাদের সমস্যা হয়নি। এদিকে, বিভিন্ন লোকজন জানিয়েছেন প্রায়শই এই লিফট বিকল হয়ে পড়ে। তাতে হাসপাতালে আসা রোগী ও পরিজনদের চরম দুর্ভোগ পোহন।

## উত্তপ্ত তুফানগঞ্জ

পাচের পাতার পর

অভিযোগ উঠেছে। এক্ষেত্রেও অভিযুক্ত বিজেপি। পাশাপাশি অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম অন্দরান ফুলবাড়ি এলাকায় সঞ্জয় কর্মকার নামে এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। তাঁর বাড়িতে বিজেপির কর্মীরা ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকারপুরে বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূল ও বিজেপি সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় তৃণমূলের ছোট্টু রবিদাস আহত হয়ে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত বিজেপি কর্মী রানা বসাককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চিলাখানা গ্রাম পঞ্চায়েতের বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা নেতৃত্ব অচিন্ত্য কুমার দাসকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। তবে পরস্পরের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেছে তৃণমূল ও বিজেপির নেতারা।

## পুলিশ কন্সটেবলের

পাচের পাতার পর

ঘোষণা করেন। গুপ্তাকে গত চার মাস আগে ঘারঘোরা পুলিশ স্টেশনে বদলি করা হয় বলে ঘারঘোরা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি। কন্সটেবলের মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## মৃত ২, আহত ১

পাচের পাতার পর

৬টা নাগাদ মালাদের এসভি রোডে বিজয়কর ওয়াড়ির কাছে গাছের ডাল ভেঙে গুরুতর আহত হন দুই ব্যক্তি। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় শতাব্দী হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকেরা জানান, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে শৈলেশ মোহনলাল রাঠোর (৩৮)-এর। ওই হাসপাতালেই অপর আহত ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে ঝড়ের সময় যোগেশ্বরী শহরতলির তক্ষশীলা কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটির গাছ ভেঙে আহত হন অনিল ঘোসলকর (৪৮)। এদিন সকালে হোলি স্পিরিট হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান তিনি। বিএমসি-র পক্ষ থেকে গত ২৪ এপ্রিল এই হাউসিং সোসাইটিগুলির অতিরিক্ত বড় বৃক্ষগুলির ডালপালা ছেঁটে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে একটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল বলেও ওই কর্তা জানিয়েছেন।

## জখম দু''জন আরজেডি নেতা

পাচের পাতার পর

জখম হয়েছেন ওই দু''জন আরজেডি নেতা। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক দু''জনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এই হামলা প্রসঙ্গে শুক্রবার সকালে ডিএসপি মুকুল রঞ্জন জানিয়েছেন, "মুজফফরপুরের কান্টিতে দু''জন আরজেডি নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় আততায়ীর। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই দু''জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। কী কারণে এই হামলা, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।" প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, রাজনৈতিক হিংসার জেরেই সম্ভবত এই হামলা।

## দায়িত্ব আমাদের ঃ দেব

পাচের পাতার পর

প্রসঙ্গত,রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সোমবার রাত থেকেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ। রোগীর বাড়ির আত্মীয়দের হাতে নিগৃহীত হন জুনিয়র ডাক্তাররা।রোগীর আত্মীয়দের ছোঁড়া ইটে মাথা ফেটে যায় জুনিয়র ডাক্তার পরিবহ মুখোপাধ্যায়ের।তাঁর করোটির সামনে ডানদিকের হাড় ভেঙে যায়। এই ঘটনায় বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতি রেখেছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

## মৃত্যু শিশুর

তিনের পাতার পর

শিশুটি কে ও অনেক দেরি করে আনার জন্য আমরা চিকিৎসা করার সময় পাইনি, যখন নিয়ে আসে তার অনেক আগেই মারা যায় শিশুটি। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ক্যানিং থানার পুলিশ নিয়ে যায়।

# াঙ্গন

## আমিরকে কী করে সামলাতে হবে বিরাটকে মাস্টারপ্ল্যান দিলেন সচিন

নিজস্ব প্রতিবেদন : তাঁর বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পাওয়ারই কথা ছিল না। সাম্প্রতিক ফর্ম-এর বিচারে নির্বাচকরা তাঁকে বিশ্বকাপ দলের বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন। এমনকী, বিশ্বকাপের জন্য প্রথম দফায় ঘোষিত পাকিস্তান দলে মহম্মদ আমির ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাদ পড়ার জ্বালায় শুরু থেকেই ছটফট করছিলেন আমির। নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদ ছিল। আর সেটা করে ফেললেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। একাই নিলেন পাঁচ উইকেট। কেরিয়ারের সেরা বোলিং করলেন অজিদের বিরুদ্ধে। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে এখন টিম কোহলির চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন পাকিস্তানের এই পেসার।কোহলি আগেও বলেছেন, বিশ্ব ক্রিকেটে তাঁর দেখা অন্যতম সেরা পেসার মহম্মদ আমির। এর আগে একাধিকবার আমিরের প্রশংসা শোনা গিয়েছে বিরাটের মুখে। আমিরকে খেলতে বিরাট বারবার সমস্যাতেও পড়েছেন। কিন্তু বিশ্বকাপের লড়াইটা আলাদা। এখানে ভারত-পাকিস্তান, দুই দলই আলাদা উন্মাদনার মাঝে নামে। ফলে দুই দলের ক্রিকেটারদের শরীরী ভাষা থেকে শুরু করে টেম্পারামেন্ট আলাদা রকম হয়। এবারও তার অন্যথা হবে না বলেই ধরা যায়। তবে লড়াইটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় টপ অর্ডার বনাম আমির। অর্থাৎ, কোহলি, রোহিত শর্মাদের কঠিন চ্যালেঞ্জ-এর মুখে ফেলতে পারেন আমির। কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে! বিরাট, রোহিতদের জানিয়ে গেলেন সচিন তেন্ডুলকর।সচিন বললেন, 'রোহিত ও বিরাট আমাদের সব থেকে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। পাকিস্তানের দুই পেসার আমির ও ওয়াহাব রিয়াজ বিরাট-রোহিতকে তাড়াতাড়ি আউট করতে চাইবে। কিন্তু রোহিত ও বিরাটকে ধৈর্য ধরে খেলতে হবে। আমির ভাল পেসার। গত ম্যাচে শুরুর দিকে ও ঠিকঠাক জায়গায় বোলিং করে অ্যারন ফিঞ্চকে সমস্যায় ফেলছিল। আমি রোহিত-বিরাটকে কখনই বলব না, আমিরের বিরুদ্ধে ডট বল খেলতে! সুযোগ পেলে শট খেলতে হবে। কারণ এরকম বড় ম্যাচে শরীরী ভাষা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র উইকেটে টিকে থাকার মানসিকতা নিয়ে নামলে মুশকিল। ডিফেন্স ভাল হলে বোলার বুঝতে পারবে, ব্যাটসম্যান নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়নি। তাই ডিফেন্স গুরুত্বপূর্ণ। নিজের সাধারণ খেলাটা খেললেই যথেষ্ট।'

## ভারতের কাছে আর ভিক্ষা চাইব না’ঃ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন : মউ চুক্তির পরও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে চায় না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিসিসিআই-এর বিরুদ্ধে আইসিসির কাছেও অভিযোগ দায়ের করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। লাভ হয়নি। উল্টে পিসিবিকেই বড় জরিমানা দিতে হয়েছে। আসলে পাকিস্তান ক্রিকেটের অবস্থা এখন সঙ্কটজনক। একে তো শ্রীলঙ্কা দলের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলার পর থেকে কোনও দেশ আর পাকিস্তানে সিরিজ খেলতে যেতে চায় না। তার উপর ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্ক ঠেকেছে তলানিতে। যার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটেও। ফলে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হওয়ার সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে।পরিস্থিতি পুরোপুরি প্রতিকূলে। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটেরও চেষ্টা করেছিল ভারতীয় বোর্ড। কিন্তু আইসিসির নিয়মের জেরে তা সম্ভব হয়নি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড অবশ্য এত কিছুর পরও আশা ছাড়েনি। তারা এখনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজের আশা দেখছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনা এখন আর নেই। আর তাই পিসিবি প্রধান এহসান মানির মেজাজ গরম। তিনি সাফ জানিয়েছেন, ””দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলার জন্য ভারতের কাছে আর 'ভিক্ষা' চাইবে না পাকিস্তান।”” পাকিস্তানের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলনে মানি বলেছেন, 'আমরা খুব সম্মানজনক ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা বারবার সেটা প্রত্যাখ্যান করেছে। রাজনীতি ও খেলাধূলাকে আলাদা জায়গায় রাখার পক্ষে আমরা। তাই পিসিবি ঠিক করেছে, আমরা আর কোনও দেশের কাছে সিরিজ খেলার আর্জি জানাব না।'চুক্তি থাকলেও ২০১৩ সালের পর পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোনও সিরিজে খেলেনি ভারত। যদিও আইসিসির টুর্নামেন্টে দুই দেশকে মুখোমুখি হতে হয়েছে। এদিন মানি জানান, ২০২১ সালে শ্রীলঙ্কা দল পাকিস্তান সফরে যাবে।

## ব্যাট প্রস্তুতকারক সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করলেন সচিন তেন্ডুলকর

নিজস্ব প্রতিবেদন : সচিন তেন্ডুলকরের নাম ভাঁড়িয়ে ব্যবসা চালাচ্ছিল তারা। সচিন একাধিকবার তাদের বারণ করেছিলেন। কিন্তু ব্যাট ও অন্যান্য ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান স্পার্টান-এর কর্তারা কথা শোনেননি। শেষমেশ সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করলেন মাস্টার ব্লাস্টার। সচিন তেন্ডুলকরের নামের সঙ্গে তাঁর ছবিও ব্যবহার করছিল সংস্থাটি। কিন্তু রয়্যালটি-র কোনও অর্থ সচিনকে দিচ্ছিল না অস্ট্রেলিয়ার এই সংস্থাটি। সিডনির এই সংস্থাটি বছর তিনেক আগে সচিনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তি অনুসারে কিংবদন্তির নাম, ছবি ব্যবহার করতে পারত স্পার্টান। সচিনকে ঘিরে এই উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছিল- সচিন বাই স্পার্টান। সচিনের অভিযোগ, গত বছরল সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সচিনকে রয়্যালটি বাবদ একটা টাকাও দেয়নি সংস্থাটি। কিন্তু তাঁর নাম ও ছবি তারা ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করে যাচ্ছিল। সচিন ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এই সংস্থার হয়ে প্রচারে গিয়েছিলেন।সচিন একাধিকবার রয়্যালটির টাকার দাবি করেছিলেন। কিন্তু সংস্থার কর্তারা তাঁর কথা কানে তোলেননি। সচিন এ পরই চুক্তি বাতিল করেন। এবং তাঁর ছবি ও নাম ক্রীড়াসরঞ্জামে ব্যবহার করতে বারণ করেন মাস্টার ব্লাস্টার। কিন্তু সংস্থাটি কোনও বারণ শুনছিল না। স্পার্টান-এর তরফে যদিও এখনও এই মামলার ব্যাপারে কোনও কিছু জানানো হয়নি।

## বৃষ্টি হলেও ম্যাচ আয়োজন সম্ভব উপায় বাতলালেন সৌরভ

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দু-একটা নয়। বরুণ দেবের রোষের কবলে ইতিমধ্যেই ভেস্তে গিয়েছে বিশ্বকাপের চার-চারটে ম্যাচ। বিনাযুদ্ধেই ম্যাচ পয়েন্ট ভাগ করে নিতে হয়েছে দুই প্রতিপক্ষকে। বৃহস্পতিবার সেই বৃষ্টির শিকার টিম ইন্ডিয়াও। নটিংহ্যামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলা শুরুই করা যায়নি। রবিবারই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে হাইভোল্টেজ ম্যাচ। ফের বিশ্বকাপে মুখোমুখি দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। কিন্তু সেই ম্যাচ ঘিরেও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। ম্যাঞ্চেস্টারেও রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। তাছাড়া ম্যাচ পণ্ড হলে রিজার্ভ ডে-রও কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে অদ্ভুত চাপের পরিস্থিতিতে আইসিসি। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত ভারতীয় সমর্থকরা। কিন্তু সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, বৃষ্টি হলেও ম্যাচ আয়োজন সম্ভব।তিনি সিএবি সভাপতি। প্রশাসনিক ক্ষমতায় থেকে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, কীভাবে বৃষ্টির পরেও দ্রুত ইডেন শুকনো করে খেলা শুরু করা সম্ভব। একজন দুর্দান্ত অধিনায়কের পাশাপাশি সৌরভ ভাল প্রশাসকও বটে। সেই দক্ষ প্রশাসকই এবার আয়োজক দেশকে পরামর্শ দিলেন। তাঁর মতে, বৃষ্টিতে উইকেট ঢাকতে যে কভারগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলি বদলে ফেললেই সমস্যা মিটতে পারে।চলতি বিশ্বকাপে ধারাভাষ্যকরের ভূমিকায় রয়েছেন ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক। ট্রেন্ট ব্রিজে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ বাতিল প্রসঙ্গে সৌরভ বলেন, ”ইডেনে তথা ভারতে যে কভারগুলো ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই কভার এখানে ব্যবহার করার খরচও যেমন কম, তেমনই করও দিতে হবে না। তাই সেগুলো ব্যবহার করাই উচিত। ভারতে আমরা প্রতিটা ম্যাচের ক্ষেত্রে এই একই কভার ব্যবহার করি।

তাই বৃষ্টি থামার ১০ মিনিটের মধ্যেই খেলা শুরু করা যায়। কভারগুলো বেশ হালকা। তাই সরাতেও বিশেষ সমস্যা হয় না। খুব বেশি গ্রাউন্ড স্টাফেরও প্রয়োজন হয় না।”বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সভাপতির পদে বসার পরই সৌরভ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বৃষ্টি হলে শুধু পিচ ও তিরিশ গজ সার্কল ঢাকলে চলবে না।

### এফিডেভিট

আমি শ্রী অর্জুন রুদ্র পাল, পিতা হরেন্দ্র রুদ্র পাল, রাণীরবাজার, আসাম পাড়া, মজলিশপুর, পঃ ত্রিপুরা। আমার কিছু কিছু কাগজে আমার নাম নয়ন রুদ্রপাল লেখা আছে যাহা ঠিক নয়।

১২-০৬-২০১৯ ইং তারিখে আগরতলা নোটারী এফিডেভিটমূলে আমি ঘোষণা করিতেছি যে অর্জুন রুদ্রপাল ও নয়ন রুদ্রপাল একজন ও একই ব্যক্তি।

স্বাক্ষর
অর্জুন রুদ্র পাল

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: PNIe-T-1/EE/RD/135GD/2019-20/ 554·.58/ dt. 11.06.2019

The **Executive Engineer, RD Bishramganj Division,Bishramganj, Sepahijala Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage** rate e-**tender** in PWD form-7 from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Tenderers /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **26.06.2019** for the following works:-

| Sl No | Name of the work | Estimated cost | Earnest Money | Cost of tender form | Time for completion | Last date and time for document downloading and e0bidding | Time and date of opening of bid | Av ailability of tender documen | Class of tenderer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction of Pucca drain from Goutam Das house to Jaharlal Das house at Nabinagar GP under Bishalgarh RD Block.DNIeT No:-1/BLG/ EE/RD/B5GD/2019-20. | 6,10,965.00 | Rs. 6110.00 | Rs. 1000.00 | 1(one) months | Upto 3.00 Pm on 26/06/2019 | Upto 3.00 Pm on 27/06/2019(if possible) | http://tripuratgenders.gov.in | Appropriate class |
| 2 | Providing and laying brick soling road fromAsit Bhattacharjee house to Kshudiram School via Sadhu Das (W2) at NAbinagar GP under Bishalgarh RD Block..DNIeT No:- 2/ BLG/ EE/RD/B5Gb/2019-20. | 6,29,192.00 | 6292.00 | | 1(one) months | | | | |
| 3 | Construction of Pucca drain from PWD road to Anima Dey house (W-2) at Radhanagar GP under Bishalgarh RD Block. DNIeT No:-3/BLG/ EE/RD/B5GD/ 2019-20. | 8,15,872.00 | 8159.00 | | 1(one) months | | | | |
| 4 | Maintenance of Brick soling road from Pulin Datta house to Kadhir Minh house at Purathal Rajnagar GP under Bishalgarh RD Block.DNIeT No:-4/BLG/ EE/RD/B5GD/2019-20. | 12,06,827.00 | 12,068.00 | | 1(one) months | | | | |
| 5 | Construction of :Single Cell Box culvert (3.0x2.0m) near the land of Harekrishna Das 5/0-Nepal Das at Laxmandepha GP under Nalchar RD Black.DNIeT No:-5/1\1LC/ EE/RD/ BSGD/2019-20. | 6,42,713.00 | 6427.00 | | 1(one) months | | | | |
| 6 | Construction of Single cell Box culvert (3.0x2.0m) near the and of Janab Banu W/o-Akash Mia at Khedabari GP under Nalchar RD blockDNIeT No:-6/ NLC/ EE/RD/B5GD/2019-20. | 6,75,758.00 | 6758.00 | | 1(one) months | | | | |
| 7 | Laying of brick soling road from *NBCC* road to Rupesh Nama house at Purba Nalchar GP under Nalchar RD block. DNIeT No:-7/NLC/ EE/RD/B5GD/2019-20. | 4,72,613.00 | 4726.00 | | 1(one) months | | | | |
| 8 | Laying of brick soling road from Bapi Sing house to Nemai shill house via Smt. Sabita Das land at Purba Nalchar GP under Nalchar RD block. DNIeT No:-8/NLC/ EE/RD/B5GD/2019-20. | 5,56,979.00 | 5570.00 | | 1(one) months | | | | |
| 9 | Construction of Brick soling road from Moran Sarkar house to Chandra kamal Das Chowdhury house at Barjala GP under Charilam RD Block. DNIeT No:-9/CHRLM/ EE/RD/B5G.D/ 2019-20. | 5,03,335.00 | 5033.00 | | 1(one) months | | | | |
| 10 | Construction of *RCC* single cell box culvert near Sanjit Dey house under Radhanagar G.P under Bishalgarh RD Block during 2018-19.DNIeT No:-10/ KG/ EE/RD/B5GD/2019-20.(2nd call) | 5,49,290.00 | 5493.00 | | 1(one) months | | | | |

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website **https:// tripuratenders.gov.in.** Bidders are allowed to bid 24x7 until, the time of bid closing, with option for Re-submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. **The e-**procurement website will not allow any bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

**Note:- NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER.**

**ICA/C/329/19**

**(Er. Kajal Dey)**
**Executive Engineer**
**RD Bishramganj Division**
**Sepahijala District.**

**MEMORANDUM**

Please refer to the e-tender notice vide PNIeT No.: e-PT-3/EE/ RDAD/2019-20 Dt. 04/06/2019 **and the** concerned DNITs under the said PN IeT. Due to unavoidable circumstances **following changes have been** made in case of dropping & opening date & time of the aforesaid e- tender:-

| Sl No. | Particulars | Dropping date & time | Opening date & time |
|---|---|---|---|
| e-pt-3/EE/ RDAD/ 2019-20 Dt. 04/06/ 2019 | Date & Time, fixed earlier as given in tender | 14/06/ 2019 (Upto 3.00 PM) | 15/06/2019 (Upto 3.30 PM) |
| | Modified date & time | 15/06/ 2019(At. 3.00 PM) | 15/06/ 2019(At. At 3.30 PM) |

All other terms condition of the aforesaid PN IT will he governed by the earlier notice dated **04/06/2019.**

**ICA/C/348/19**

**Executive Engineer**
**RD Agartala Division**
**West Tripura District**

**SOCIETY FOR MANAGEMENT OF CITY CENTRE AGARTALA**

**Invitation for Submission of Expression of Interest for Statutory Audit of FinalAccounts of Society for Management of City Centre (4TH Call)**

PNIT No.04/19. F. No 28/Society/AMC/2012
Dated, 13 June'2019

Member Secretary, Society of Management for Ciw Centre invites Expression of Interest (E0I) from registered reputed Agartala based Chartered Account firms (A.G Empanelled ), with head office at Agartala, having experience of not less than 02 (TWO ) years in auditing Govt./Semi Govt./ Registered Society for compilation of final accounts including opening balance sheet for the financial year 2016-17 , 2017-18 and 2018-19 of Society for Management of City Centre.

Intending audit firm along with the EOI (including quotation of professional fees) and offered rate will submit the sealed envelopes marked with E01 for Statutory Audit of Final Accounts of Society for Management of City Centre, Agartala and will deliver to below mentioned address. The minimum rate fixed by the Society is 9200.00 (Rupees nine thousand two hundred ) per year. The rate quoted below minimum rate will not be accepted.

Anticipated Deadline for submitting E01 with supporting documents is 30/06/2019, 3.00PM

EOI will be submitted in the Receive/Dispatch Section of Agartala Municipal Council,Ist Floor, City Centre on or before 30/06/2019„ 3.00 PM

Society for Management of City Centre reserves the right to cancel or reject the tender process without assigning any reason or notice.

For any query Contact Manager, Society for Management of City Centre - Mob:- 9436901114

http://www.agartalacitv.tripura.gov.in Mailing / contact details for EOI Member Secretary Society for Management of City Centre

&

Municipal Commissioner,Agartala Municipal CorporationCity Centre Complex, Paradise Chowmuhani Agartala-799001, Phone:(0381)232-5507,232-5646,e-mail : amc.tripura@gmail.com

**(Dr Shailesh K. Yadav, IAS)**
**Member Secretary**
**Society for Management of City Centre,**
**&**
**Municipal Commissioner,**
**Agartala Municipal Corporation**

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 01/RIEE-V/AGT/PWD(R&B)/19-20**

**Dated 10th June . 2019**

The Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 01.07.2019 for the following works

| Sl No | Name of the work | Estimated cost | Earnest Money | Time for completion | Last date and time for document downloading and bidding | Time and date of opening of bid | document down-loading and bidding at appliction | Class of Bidder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mtc. of different roads for the year 2019-20 under AMC ward no. 26 & 27 under Jurisdiction of Central VI Sub Division, PWD.1SH : Repairing pot holes by patch soling, patch mettaling , patch carpeting & other allied works. ( 2nd Call) DNIT No:191DNIT/EENIAGT/PWD/ 2018-19 | 24,16,108.19 | 24,161.00 | 150 days | Upto 15.00 Hrs on 01/07/2019 | At. 16.00 Hrs on 03/07/2019 (if Possible) | http://triputatgenders.gov.in | Appropriate class |
| 2 | Mtc. of different roads under AMC ward no. 43 & 45 under jurisdiction of Central VI Sub Division , PWD /SH : Patch soling , patch mettaling & patch carpeting , grouting , drains repair etc. for the year 2019-20 . (2nd Call) DNIT No:27/DNIT/EEN/AGI7PWD/ 2018-19 | 24,13,761.60 | 24,138.00 | 150 days | | | | |

All details can be sebn in the office of the undersigned & may visit https://tripuratenders.gov.in.

NoteN0 NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripura.

www.neindia.comiwww.tripuraindia.com/www.indigenousherald.com
www.tripuratoday.com/www.tripurachronicle.in

**ICA/C/340/19**

**(Er. S.K.Nath)**
**Executive Engineer**
**Agartala Division No.V, PWD(R&B)**
**Agartala, West Tripura.**

The Executive Engineer, **Internal** Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate** e-tender(s) from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Bidders / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD 'Railway **up to 17.00 Firs** on 28.06.2019 for the following work:-

| Sl No | Name of the work | Estimated cost | Earnest Money | Time for completion | Last date and time for document downloading and bidding | Time and date of opening of bid | document down-loading and bidding at appliction | Class of tenderer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providing new LED Street lighting with double arms G.I. pole from R.G.M. Hospital to PWD Trijunction, Kailashahar,Unakoti Tripura/ Providing E.I. thereof (2nd call), **DNIeT No:- EE-TED/AMB**/ 55 /2018-19 | 9,40,111.00 | 9,401.00 | 30(Thirty) Days | Upto 17.00 Hrs on 28.06.2019 | At. 14.00 Hrs on 01/07/2019 | http://tripuratgenders.gov.in | Appropriate class |
| 2 | Providing new LED Street lighting with double arms G.1. pole from PWD Trijunction to Kargil Corner, Kailashahar, Unakoti Tripura/ Providing E.I. thereof (2"d call). **DNIeT No:- EE-IED/AMB/56/2018-19** | 9,40,111.00 | 9,401.00 | 30(Thirty) Days | | | | |
| 3 | Providing new LED Street lighting with double arms G.1. pole from Kargil Corner to Netaji Corner. Unakoti Tripura/ Providing E.I. thereof (2nd call). **DNIeT No:- EE-IED/AMB/57/ 2018-19** | 9,40,250.00 | 9,403.00 | 30(Thirty) Days | | | | |
| 4 | Providing Internal Electrification in the project "Up-gradation of Dasarath Deb Memorial (DDM) College at Khowai ,Tripura / Vertical extension of Administrative building (1st & 2nd floor ) and Academic building (2nd floor) under SPA (Tied) during the year 2015-16(phaseII/SH: Building portion including internal water supply and sanitary installation (2„r1 call).**DNIeT No:- EE-IED/AMB/44/ 2018-19** | 12,85,428.00 | 12,854.00 | 90(Ninety) days | | | | |

**Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https:// tripuratenders.gov.in/**

**ICA/C/334/19**

**(Er. Ajit Ghosh)**
**Executive EngineerInternal Electrification Division, PWD**
**Ambassa, Dhalai Tripura.**

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: - 01/NIT/EE/DWS/AGT-II/2 t 1-20

| Sl. No | DNIT No. OF the work | Estimated cost | Earnest money | Last date for application of issue of tender document | Last date for dropping of the tender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DNIT No. 01/DNIT/EE/DWS/AGT-II/2019-20 | 4,87,300.00 | 4,873.00 | | |
| 2. | DNIT No. 02/DNIT/EE/DWS/AGT-II/2019-20 | 4,87,300.00 | 4,873.00 | | |
| 3. | DNIT No. 03/DNIT/EE/DWS/AGT-II/2019-20 | 1,40,988.00 | 1,410.00 | | |
| 4. | DNIT No. 04/DNIT/EE/DWS/AGT-II/2019-20 | 4,06,200.00 | 4,062.00 | | |
| 5. | DNIT No. 05/DNIT/EE/DWS/AGT-II/2019-20 | 4,87,300.00 | 4,873.00 | | |
| 6. | DNIT No. 06/DNIT/EE/DWS/AGT-II/2019-20 | 4,73,266.00 | 4,733.00 | | |
| 7. | DNIT No. 25/DNIT/EE/DWS/AGT-II/2019-20 | 4,84,500.00 | 4,845.00 | | |
| 8. | DNIT No. 50/DNIT/EE/DWS/AGT-II/2019-20 | 4,96,360.00 | 4,964.00 | | |
| 9. | DNIT No. 53/DNIT/EE/DWS/AGT-II/2019-20 | 4,96,652.00 | 4,967.00 | | |

*Details can be seen* in the *office of the undersigned in any working day.*

**ICA/C/345/19**

**(Er. A. Debnath)**
**Executive Engineer**
**DWS Division, Agt-II, Agartala**

জাগরণ 15 June, 2019, Saturday আগরতলা, ১৫ জুন, ২০১৯ ইং, ■ ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

শুক্রবার আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমির ভর্তির প্রক্রিয়া নিয়ে ঝামেলা পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলেন। নিজস্ব ছবি।

# এনআরএস কাণ্ডের রেশ ছড়িয়েছে গোটা দেশে, আরও সংবেদনশীল হওয়া উচিত ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.) : এনআরএস কাণ্ডের রেশ ছড়িয়েছে গোটা দেশে। এই অবস্থায় আরও সংবেদনশীল হওয়া উচিত ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এনআরএস কাণ্ডে চিকিৎসকদের আন্দোলনকে কার্যত সমর্থন করে গোটা ঘটনার জন্য ফের পশ্চিমবঙ্গের বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকেই কাঠগড়ায় তুলে শুক্রবার এমনই পরামর্শ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। স্বাস্থ্য পরিষেবা সচল রাখতে মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠিও দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি গোটা দেশে যেভাবে চিকিৎসকেরা এনআরএস-এর চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন হর্ষ বর্ধন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি এবং কঠোর অবস্থানের জন্যই জুনিয়র ডাক্তাররা ক্রুদ্ধ হয়ে অনড় অবস্থান নিয়েছেন বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। তাঁর বক্তব্য, যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ছিল, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা, সেখানে তিনি এমন মন্তব্য করেছেন, যাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। চিকিৎসকদের আন্দোলনকে "প্রেস্টিজ ইস্যু' না করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আর্জিও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে চিকিৎসকদের কাছে তাঁর আর্জি, পরিষেবা স্বাভাবিক রেখে প্রতীকী প্রতিবাদ করুন।

এক জুনিয়র চিকিৎসককে মারধরের প্রতিবাদে কর্মবিরতি শুরু করেন এনআরএস-এর জুনিয়র ডাক্তাররা। সেই আন্দোলন এনআরএস-এর গণ্ডি টপকে শুধু কলকাতা বা এ রাজ্য নয়, ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশেই। এনআরএস-এর জুনিয়র চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়িয়ে কর্মবিরতিতে সামিল হয়েছেন দিল্লির এইমস হাসপাতালের চিকিৎসকরা। আন্দোলনের আঁচ লেগেছে মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, তেলঙ্গানা, ছত্তীসগঢ়-সহ প্রায় গোটা দেশে। ফলে কার্যত সারা দেশেই স্বাস্থ্য পরিষেবা এক বিরাট সঙ্কটের মুখে। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতে, এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার টুইটারে হর্ষ বর্ধন লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আর্জি জানাচ্ছি, বিষয়টি ব্যক্তিগত সঙ্ঘাত হিসেবে নেবেন না।" একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন, "উনি চিকিৎসকদের চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। সেই কারণেই তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন এবং কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ শুক্রবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখব এবং ফোনেও বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব।"

একই সঙ্গে এনআরএস-এর আন্দোলনের আঁচে গোটা দেশেই স্বাস্থ্য পরিষেবায় সঙ্কট দেখা দেওয়া নিয়েও উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। চিকিৎসকদের মূল দাবি নিরাপত্তা। তাতে সায় দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন শুক্রবার টুইট করেছেন, "চিকিৎসকদের আমি আশ্বস্ত করতে চাই, তাঁদের নিরাপত্তা দিতে সরকার বদ্ধপরিকর।" পরিস্থিতি যে ক্রমেই ব্যাপক আকার নিচ্ছে এবং ভাইরাসের মতো গোটা দেশেই ছড়িয়ে পড়ছে, সেটা বুঝেই নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন হর্ষ বর্ধন।

অন্য দিকে চিকিৎসকদের আন্দোলনে কার্যত পরোক্ষে সায় দিয়েছেন হর্ষ বর্ধন। তাঁর বক্তব্য, "চিকিৎসকদের কাছে আমার আবেদন, "আপনারা শুধু প্রতীকী প্রতিবাদ করুন এবং নিজেদের দায়িত্ব পালন করুন।"

অন্য দিকে শুক্রবার এইমস-এর একটি প্রতিনিধি দল এ দিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের দাবিদাওয়া জানিয়ে এসেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁদেরও নিরপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন চিকিৎসকরা।

## সরকারের জনমুখী প্রকল্পের কথা তুলে ধরবেন জনগণই সাংসদ প্রতিমা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন ।।** দলের বড় রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণ, তাঁদের ইচ্ছে, কাজকর্মই শুধু তুলে ধরা হবে না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিতে। এখন থেকে সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের অভিব্যক্তি তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। ত্রিপুরা রাজ্যের যে-সকল সাধারণ মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন, যেমন উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে রান্নার গ্যাসের সংযোগ, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে স্বাস্থ্যবিমা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর, স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে শৌচালয় ইত্যাদি, এই সকল সুবিধাভোগীর কী অভিমত রয়েছে সরকার সম্পর্কে তা মোবাইলে রেকর্ড করে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। মূলত বিজেপি সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলিকে আরও ব্যাপক অংশের মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব এই উদ্যোগ নিয়েছেন, সংবাদ মাধ্যমকে জানান পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সরকারের এই প্রকল্পগুলি সম্পর্কে যখন সাধারণ মানুষ নিজের অভিব্যক্তির কথা তুলে ধরবেন তা অনেক বেশি কার্যকর হবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী, বলেন সাংসদ প্রতিমা।

## জলে ডুবে মৃত্যু বিএসএফের গাড়ি চালক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন ।।** জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। আজ সকালে ঘটনাটি ঘটেছে আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মেলারমাঠ এলাকার দিঘিতে। এদিন সকালে অন্য সকলের সঙ্গে দিঘির জলে স্নান করতে নামেন শেখ সহিদ পাশা (৩৯) নামের এক ব্যক্তি। জলে ডুব দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে উঠছে না দেখে ঘাটে স্নান করতে আসা অন্যান্যদের সন্দেহ হয়। তাঁরা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে বটতলা ফাঁড়ি থানা ও পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। খবর দেওয়া হয় দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে।

বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ডুবুরিরা দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় তাঁকে জলের নীচ থেকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যান। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের বাড়ি অন্ধ্রপ্রদেশের করিমনগর এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। তিনি পেশায় বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার্সের গাড়ি চালক ছিলেন। প্রসঙ্গত. এর আগেও বিভিন্ন সময় এই দিঘির জলে পড়ে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে।

# প্রতিবেশীকে পিটিয়ে খুন করার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মহিলার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন ।।** প্রতিবেশী মহিলাকে গাছের ডাল দিয়ে পিটিয়ে খুন করার দায়ে অপর এক উপজাতি মহিলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা হয়েছে। পাশাপাশি ৫ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানাও করেছে খোয়াই জেলা ও দায়রা আদালত।

সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর দেবাশিস দেবনাথ জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের ৮ জুন দুপুরে সামান্য একটি বিষয় নিয়ে খোয়াই জেলার চাম্পাহাওয়রের বাসিন্দা দুই প্রতিবেশী শেফালি দেববর্মা এবং প্রমিলা দেববর্মার মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছিল। কিন্তু, শেফালি দেববর্মা হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠে গাছের ডাল দিয়ে প্রমিলা দেববর্মাকে পেটাতে শুরু করেন। আরও কয়েকজন প্রতিবেশী ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু, কেউ সাহস করে এগিয়ে যাননি। তাতে গাছের ডাল দিয়ে বেদম প্রহারে প্রমিলা দেববর্মা মাথায় গুরুতর আঘাত পান। আইনজীবী দেবনাথ জানান, ঘটনার সময় প্রমিলা দেববর্মার পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ছিলেন না। খবর পেয়ে তারা ছুটে এসে তাকে প্রথমে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাকে আগরতলায় জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু, চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে পরের দিন প্রমিলা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

এদিকে, ঘটনার পরের দিন চাম্পাহাওর থানায় শেফালির বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের হয়। ওইদিনই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। মামলার তদন্ত শেষে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার প্রীতম চাকমা গত বছরের ২৮ জুলাই আদালতে চার্জশিট জমা দেন। এর পর ওই মামলায় ১২ জনের সাক্ষ্য আদালতে রেকর্ড করা হয়। সমস্ত প্রমাণ এবং সাক্ষীর বয়ানে আদালত শেফালি দেববর্মাকে প্রতিবেশী প্রমিলা দেববর্মাকে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেন খোয়াই জেলা ও দায়রা আদালতের জজ পঙ্কজকুমার দত্ত প্রমিলা দেববর্মাকে খুনের দায়ে শেফালি দেববর্মাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিডিত করেন। সাথে তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানাও করেছে আদালত। আনাদায়ে আরও ছয় মাসের সাজা শুনানো হয়েছে।

# শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে নীতি আয়োগের পরিচালন পরিষদের পঞ্চম বৈঠক, গরহাজির থাকবেন শুধু মমতাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.): গোটা ভারত এক দিকে। আর উল্টো দিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! শনিবার (১৫ জুন) রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত হতে চলেছে নীতি আয়োগের পরিচালন পরিষদের পঞ্চম বৈঠক। সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে দেশের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের। কিন্তু, গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে গরহাজির থাকবেন শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশিষ্টজনদের মুখে এখন একটাই কথা, এতে 'বাংলার মানুষেরই সর্বনাশ হবে"।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই লালকেল্লার প্রাচীর থেকে দেওয়া প্রথম বক্তৃতাতেই নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন, যোজনা কমিশন তুলে দেওয়া হবে। সময়ের চাহিদা মেনে তার জায়গায় তৈরি করা হয় নতুন প্রতিষ্ঠান। ২০১৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে নতুন প্রতিষ্ঠান 'নীতি আয়োগ'। নীতি-র পুরো কথাটি হল 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া'। অর্থাৎ, দেশকে আমূল বদলে দেওয়ার প্রতিষ্ঠান। যার শীর্ষে (চেয়ারপার্সন) রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে সঠিক আর্থিক নীতি তৈরিতে সাহায্য করতে এবং সেখানে নতুন চিন্তা-ভাবনার জোগান দেওয়ার জন্য মূলত 'থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক' হিসেবেই কাজ করবে প্রতিষ্ঠানটি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে যেখানে সামিল করা হয়েছে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের। এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মমতা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মতে, রাজ্যকে আর্থিক সহায়তায় অক্ষম নীতি আয়োগ। তবে, এই প্রথম নয়, এর আগেও নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেননি মমতা।

## কৃতী ছাত্রী রেণু বেগমকে সংবর্ধনা উচ্চশিক্ষায় সাহায্য করবে বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সংখ্যালঘু মোর্চা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন ।।** সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কৃতী ছাত্রীকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি জসিম উদ্দিন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বগাফা লঙ্কাজয় পাড়ার বাসিন্দা হাসিন আলির কন্যা রেণু বেগমকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

রেণু বেগম এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। রেণু বেগম খুবই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে জানিয়েছে তার পরিবার এতই দরিদ্র যে গৃহশিক্ষক রেখে পড়াশোনা করার ক্ষমতা ছিল না। তাই সে কোনও প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই পড়াশোনা করে ভালো নম্বর লাভ করেছে।

কৃতী ছাত্রী রেণু বেগমের এই ফলাফলের জন্য তার বাড়িতে অভিনন্দন জানাতে যান বিজেপি-র সংখ্যালঘু মোর্চার প্রদেশ সভাপতি জসিম উদ্দিন। তাঁর সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন লালচাঁদ বাদশা প্রমুখ। রেণু বেগমকে সংবর্ধনা দেওয়ায় তার পরিবারের লোকেরা খুবই খুশি। বিশেষ করে রেণুর মা ও বাবা খুবই খুশি হয়েছেন। মেয়ের সাফল্যের কথা বলতে বলতে তার মা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এদিকে সংখ্যালঘু মোর্চার প্রদেশ সভাপতি জানান, রেণু বেগমের আগামীদিনের লেখাপড়া করার জন্য সাহায্য করা হবে। রাজ্য সভাপতি কর্তৃক এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর খুবই আনন্দিত রেণু বেগম এবং তার পরিবারের লোকজন।

## হাসপাতালের লিফটে দেড় ঘন্টা আটক শিশুসহ পাঁচজন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ জুন ।।** দেড় ঘন্টা ধরে লিফটে আটকে পরে চার জন। ঘটনা শুক্রবার সকাল নয়টা নাগাদ গোমতি জেলা হাসপাতালের লিফটে। একজন শিশু সহ চারজন দীর্ঘ দেড় ঘন্টা অব্দি ফাস্টফ্লোরে রোগীর পরিজনরা রোগী দেখতে গিয়ে এই ঘটনার সম্মুখীন হয়। অনেক প্রয়াসের পর লিফট থেকে চারজনকে উদ্ধার করতে না পেরে উদয়পুর অগ্নি নির্বাহ দপ্তরের কর্মীদের খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে অগ্নি নির্বাহ দপ্তরের কর্মীরা লিফটের দরজা ভাঙ্গতে বাধ্য হয়। কারণ দমকল কর্মীদের কাছে সেইরকম কোন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি নেই, যার মাধ্যমে যেকোন আপৎকালীন দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। শেষ পর্যন্ত দমকল কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে

ছয়ের পাতায় দেখুন

## সরকারের লক্ষ্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশে উন্নীত করা ঃ শেখ হাসিনা

ত্রনিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুন ১৪।।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুক্রবার বলেছেন, তার সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশে উন্নীত করা।বৃহস্পতিবার সংসদে উত্থাপন করা ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।

গত ১০ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে উচ্চ হার বজায় থাকায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার দুই অংকে উন্নীত করার জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ৮.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল অসুস্থ থাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী। সংবাদ সম্মেলন বিকাল ৩টায় শুরু হয়।২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটকে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বাজেট আখ্যায়িত করে শেখ হাসিনা বলেন, এ বাজেটের লক্ষ্য তার সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন করা।তিনি জানান, সরকারের আরও লক্ষ্য রয়েছে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশে ৩ কোটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।শিক্ষা খাতে জোর দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আগামী অর্থবছরে এ খাত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে লিঙ্গবৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সবার উপরে রয়েছে।

## ঝড়ের দাপটে গাছ ভেঙে মৃত ২, আহত ১

মুম্বই, ১৪ জুন (হি. স.) : বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার জেরে গাছ ভেঙে পড়ে বৃহস্পতিবার থেকে এখনও পর্যন্ত মুম্বইয়ে মৃত্যু হয়েছে দু''জনের। আহত হয়েছেন আরও এক ব্যক্তি। গত কয়েক দিন ধরেই মুম্বই ও আশেপাশের এলাকায় প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হচ্ছে। গাছ ভেঙে পড়ে মৃতদের মধ্যে রয়েছেন শৈলেশ মোহনলাল রাঠোর (৩৮) এবং অনিল ঘোসলকর (৪৮)।

বৃহণমুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি)-এর বিপর্যয় মোকাবিলা ইউনিটের এক কর্তা বলেন, 'শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ মালাদের এসভি রোডে বিজয়কর ওয়াড়ির কাছে গাছের ডাল ভেঙে গুরুতর আহত হন দুই ব্যক্তি। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় শতাব্দী হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকেরা জানান, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে শৈলেশ মোহনলাল রাঠোর (৩৮)-এর। ওই হাসপাতালেই অপর আহত ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে ঝড়ের সময় যোগেশ্বরী শহরতলির তক্ষশীলা কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটির গাছ ভেঙে আহত হন অনিল ঘোসলকর (৪৮)।

এদিন সকালে হোলি স্পিরিট হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান তিনি। বিএমসি-র পক্ষ থেকে গত ২৪ এপ্রিল এই হাউসিং সোসাইটিগুলির অতিরিক্ত বড় বৃক্ষগুলির ডালপালা ছেঁটে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে একটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল বলেও ওই কর্তা জানিয়েছেন।

# বিধানসভা ভোটকেই পাখির চোখ : লোকসভা ভোটে বিপর্যের দায় নিজের কাঁধেই নিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো

কাঁচড়াপাড়া, ৩ জুন (হি.স.) : লোকসভা ভোটে বিপর্যের দায় নিজের কাঁধেই নিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্বীকারোক্তী দল চালাতে গিয়ে দু'টি ভুল হয়েছে। যার দায়ও নিয়েছেন স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো। নির্বাচন পরবর্তী হিংসা থেকে রাজ্যে সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য সংকট- একের পর এক ইস্যুতে তাঁর সরকারকে কোণঠাসা করার চেষ্টায় বিরোধীরা। তবে শুক্রবার কাঁচরাপাড়ায় কর্মীসভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিলেন, ''লড়াই চলবে।'' পাশাপাশি এনআরএস কাণ্ডে তাঁর মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এনআরএস হাসপাতালে 'বহিরাগত' ছিল বলে ফের একবার জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার মুকুল গড় কাঁচড়াপাড়ায় কর্মীসভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই দল চালাতে ভুল সিদ্ধান্তের কথা কবুল করেন তিনি। বলেন, "দলের অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও গদ্দারদের দলেই রেখে দিয়েছিলাম এবং বদলা নয়, বদল চাইয়ের দাবি করেছিলাম। পরে সিপিএময়ের লোকেরাই বিজেপিতে ভোট দিল।"

এদিন কাঁচড়াপাড়ার সভামঞ্চে তৃণমূল সুপ্রিমো স্বীকার করে নেন 'গদ্দার'দের জন্যই দলকে বিপর্যয়ের মুখ দেখতে হয়েছে। তিনি বলেন, "অনেকেই আমায় সাবধান করেছিলেন। বলেছিলেন কেউ কেউ দলে থেকে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। উলটে গদ্দারদেরকই বিশ্বাস করেছিলাম। এখন দেখছি আমার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল ছিল।" তাঁর নিশানায় যে তৃণমূলের একদা সেকেন্ড ইন কম্যান্ড মুকুল রায় তা স্পষ্ট।

তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, "আমি মানবিক। তাই ওই ডাক দিয়েছিলাম। বহু অত্যাচার সত্ত্বেও বাম কর্মীদের ক্ষমা করেছিলাম। কিন্তু ওরা বদলায়নি। এবার ভোটে রাজ্যে ওদের ভোটেই বিজেপি বেশ কয়েকটা আসন পেয়েছে। সেই সময় বদলা নিলে আজ বাংলা ও আমার দলকে এদিন দেখতে হত না।" সামনে আনেন বামেদের ভোট বিজেপিতে যাওয়ার প্রসঙ্গ। তাঁর স্বীকারোক্তীর মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট, তৃণমূল কঠীন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে। তা বুঝছেন দলনেত্রী।

ফের সুদিনের খোঁজে ২১শের বিধানসভা ভোটকেই পাখির চোখ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষমতা ধরে রাখতে দলীয় কর্মীদের তাঁর আশ্বাস, "বিধানসভা ভোট আরও দু'বছর বাকি রয়েছে। এখন থেকে প্রতিটা বুথ, ব্লকে যেতে হবে। দেখা যাবে কার ক্ষমতা বেশি। তখন কে কোথায় দাঁড়িয়েছে দেখে নেব।" কাঁড়াপাড়ায় তৃণমূল নেত্রী এদিন বলেন, "আগ্রহে সব রেলের ঠিকাদারির কাজ করত। এখন কতায় কথায় প্রতি সপ্তাহে চলে যাচ্ছে সিঙ্গাপুর, দুবাই, ব্যাংককে। কল্যাণী হাইওয়ের পাশের এত জমি কাদের?" চড়া সুরেই তদন্ত হবে বলে আশ্বাস তাঁর।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "বাংলাকে গুজরাট হতে দেব না। কিছু সন্ত্রাসবাদী, মৌলবাদী উগ্রপন্থীর চোখ পড়েছে বাংলার উপর। বিভেদ করে অশান্তি তৈরি করতে চাইছে। বাংলায় গুণ্ডামির কোনও স্থান নেই।" জোর করে তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করতে এলে অভিযুক্তদের দু'দিনের মধ্যে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণা বাংলায় থেকে বাঙালিকে অত্যাচার করা হবে, তা রাজ্য সরকার মেনে নেবে না।

এদিকে, আজ রথতলা এলাকা দিয়ে সভাস্থলের উদ্দেশে যাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় নিশানা করে ফের 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান তোলেন বিজেপি সমর্থকরা। তবে এবার কনভয় থামিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নেমে আসেননি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।